শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

(গীতার সুললিত বঙ্গানুবাদ)

নূতন সংস্করণ।

বর্দ্ধমান, গোমাই নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ "কৃষ্ণমঙ্গল গায়ক"

শ্রীবটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা,

৬।২ নং ঠাকুর ক্যাসল রোডস্থ "সনাতন পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীনিবারণ চন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

উৎসর্গ।

আমার

আন্তরিক ভালবাসার ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের

নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

সুহৃদ্বর শ্রীনিবারণ চন্দ্র শেঠের

করকমলে

সমর্পণ করিলাম।

গোমাই, }
১৪ই ফাল্গুন, ১৩১৯। }

ইতি—
গ্রন্থকার।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবী স্বরস্বতী ঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ॥

ভারত কুল শ্রেষ্ঠ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন হে সঞ্জয়! বল দেখি আমাদিগের এই ত্রিলোক বিখ্যাত বংশের আদিপুরুষ জগৎপূজ্য মহাত্মা কুরুরাজ যে স্থানে অলোক সামান্য অপূর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করতঃ এ জরা মৃত্যুময় মর্ত্তধামে যে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণের লীলানিকেতন পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পুত্রগণ এবং নারায়ণপরায়ণ সাধু পাণ্ডবেরাই বা কি করিতেছেন। ১।

কৃতাঞ্জলিপুটে সসম্মানে সাধু সঞ্জয় কহিলেন মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ কুমার কুরুকুলপতি রাজা দুর্যোধন ভুবন ত্রাসিত ভীমার্জ্জুনের উত্তাল সাগর সদৃশ সৈন্যসমাবেশে ব্যূহবদ্ধ সন্দর্শনে

গুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন। প্রভো! দুরন্ত পাণ্ডবগণের সুদূর বিস্তৃত সাগর সদৃশ অগণ্য সৈন্যসমাবেশে ঐ পাণ্ডবব্যূহ পরিদর্শন করুন. আপনার প্রিয় শিষ্য সুধীর দ্রুপদ-কুমার সুকৌশল চাতুর্য্যে এই পাণ্ডবব্যূহ রচনা করিয়া সসৈন্যে সানন্দ অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। ২। ৩।

ঐ স্থানেই ব্যূহ মধ্যে রণরঙ্গে ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর যুযুধান, বিরাট এবং মহারথ দ্রুপদরাজা। ধৃষ্টকেতু, চেকিতন, মহাবীর কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ এবং নরবর শৈব্যও আছেন। যুদ্ধ বিক্রান্ত যুধামন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ রহিয়াছেন; ইহারা সকলেই মহারথ। কিন্তু হে দ্বিজবর! মৎ-পক্ষীয় সেনানায়কদিগের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রধান আপনার অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। ৪। ৫। ৬। ৭।

সংগ্রামস্থলে যাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে এইরূপ ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ; এবং অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবিক্রমশালী সমরপণ্ডিত অন্যান্য বীরগণ যাঁহারা আমার জন্য জীবন ত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প; তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইলেও আমাদিগের সৈন্যগণকে দেখিয়া প্রতিদ্বন্দীতায় পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না; বোধ হইতেছে যেন ইহারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে সক্ষম হইবে না কিন্তু ভীম কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া পর্য্যাপ্ত (যুদ্ধে সমর্থ) বলিয়াই বোধ হইতেছে। ৮।৯।১০

আপনারা সকলেই ব্যূহ প্রবেশপথে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান-পুর্ব্বক ভীষ্মকেই বিশেষরূপে রক্ষা করিতে থাকুন (যেন

পশ্চাদ্ভাগ হইতে কেহ ভীষ্মকে সংহার করিতে না সমর্থ হয়) কারণ ভীষ্মই (ভীষ্মবলই) আমাদিগের এক মাত্র অবলম্বন। তখন কুরুবংশীয়দিগের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনাদির পিতামহ মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ ভীমনাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১১। ১২।

অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব, ঢক্কা এবং গোমুখ নামক বাদ্য বাদিত হইয়া সহসা জনগণবিত্রাসিত তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। এ দিকে কৃষ্ণার্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১৩। ১৪।

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করিলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং নকুল, সহদেব, সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং মহাবাহু অভিমন্যু সকলেই পৃথক পৃথক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। সেই তুমুল শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া আপনার তনয়দিগের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

হে মহারাজ! অনন্তর কপিধ্বজ-রথারূঢ় মহাবল অর্জ্জুন আপনার তনয়গণকে যথাস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া ধনুরুত্তোলনকরতঃ শরসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সময়ে কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন হে অচ্যুত! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করুন। ১৯। ২০। ২১।

(উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিবার কারণ এই) যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই কিয়ৎক্ষণ একবার দেখিয়া লই, যুদ্ধার্থে সমাগত বীরবৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন কর, যে পর্য্যন্ত না আমি দেখিয়া লই যুদ্ধার্থ সমাগত বীরবৃন্দের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সহিত আমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া যে যে ব্যক্তি সমাগত হইয়াছে আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি সে পর্য্যন্ত উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করুন। ২২। ২৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতবংশীয় ধৃতরাষ্ট্র। জিতনিদ্র অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে তিনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে সেই উত্তম রথ স্থাপনকরতঃ কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সমুদায় নৃপতিবৃন্দ সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কৌরবগণও তৎসহ সমবেত হইয়াছেন (অথবা ভীষ্ম, দ্রোণ-প্রমুখ নৃপতিবৃন্দ এবং কৌরবগণ সমবেত হইয়াছে সন্দর্শন কর) ২৪। ২৫।

অনন্তর মহারথ পার্থ তথায় পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, এবং উভয় পক্ষেরই মিত্র, শ্বশুর এবং আসন্নবন্ধু উপকারকগণকে অবলোকন করিয়া এবং সৈন্যমণ্ডলী মধ্যে যাবতীয় আত্মীয় সন্দর্শন করিয়া একান্ত কৃপাবিষ্ট ও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হে মধুসূদন! যুদ্ধার্থ সমবস্থিত এই সকল আত্মীয়-স্বজন দর্শন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখও পরিশুষ্ক হইয়াছে! ২৬। ২৭। ২৮।

আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে;

হস্ত হইতে গাণ্ডীব পড়িয়া যাইতেছে, সর্ব্বশরীর সন্তপ্ত হইতেছে (ত্বকেরও দাহ হইতেছে)। হে কেশব! আমি আর স্থির-ভাবে থাকিতে পারিতেছি না; মন বড়ই বিচলিত হইয়াছে, অনিষ্টসূচক দুর্নিমিত্ত সকলই সন্দর্শন করিতেছি। ২৯। ৩০।

যুদ্ধে আত্মীয়স্বজন বধ করা শ্রেয়ঃ বোধ হইতেছে না; হে কৃষ্ণ! আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ চাহি না, রাজ্য বা সুখভোগ চাহি না, হে গোবিন্দ! আর যাহাদের জন্য রাজ্য বা ভোগসুখাদি আকাঙ্ক্ষা করিব, তাঁহারাই যখন রণস্থলে উপস্থিত তখন আর আমাদের রাজ্যে কি প্রয়োজন, বিবিধ ভোগসুখেরই বা কি প্রয়োজন, জীবন ধারণেরই বা আবশ্যকতা কি? ।৩১।৩২।

সেই আচার্য্য পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং সম্বন্ধি আত্মীয়) প্রভৃতি সকলে এই যুদ্ধে ধনপ্রাণ সমর্পণে ও স্বীকৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে নন্দনন্দন! (অধিক আর কি বলিব) ইহারা আমায় বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন। পৃথিবীর কথা কি, ত্রিজগতের আধিপত্য পাইলেও ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আমার কি আনন্দ লাভ হইবে? ।৩৩।৩৪।৩৫।

যদিও ইহারা আততায়ী, এবং আততায়ী বধ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে তথাপি বলুন দেখি, হে হৃদয়বান্ধব মাধব! আমরা বান্ধবগণ সহিত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের এবং স্বজনাদির বধ সাধনা করিযা সুখী হইব কি? যদ্যপি ইহারা (কৌরবেরা) লোভপরবশ হওয়ায় ইহাদের চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, এই কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধে দোষ দেখিতেছে না, মিত্রবধেও পাতক বোধ করিতেছে না। কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা এই কুলক্ষয়ের

দোষ দেখিয়াও কি প্রকারে এই পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইব? । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং ধর্ম্ম নাশ হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইয়া পড়ে। হে কৃষ্ণ! বংশ অধর্ম্মে অভিভূত হইলে কুলকামিনীগণ দূষিত চরিত্রা হন এবং স্ত্রীগণ দূষিতা হইলেই বর্ণশঙ্কর জন্মে; বর্ণশঙ্কর সমুদায় কুল এবং কুলনাশকদিগের নরকেরই কারণ হয়, এবং ইহাদের হইতেই উদকক্রিয়া এবং পিণ্ডলোপ হওয়ায় পিতৃপুরুষ-গণ পতিত হন। যে কুলনাশকদিগের হইতে বর্ণশঙ্কর জন্মে তাহাদের এই সমস্ত দোষ যে জাতিধর্ম্ম, সনাতন কুলধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্মাদি উৎসন্ন হইতে থাকে। হে জনার্দ্দন! যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে, শুনিয়াছি তাহাদিগকে চির-কাল নরকমধ্যে বাস করিতে হয়। হায়! আমরা রাজ্য এবং সুখলোভে আত্মীয়স্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপ করিতে বসিয়াছি। ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ ।

আমি যুদ্ধস্থলে কোন রূপ প্রতীকার (বাধা) না করিলে, নিরস্ত্র হইয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে, শস্ত্রপাণি ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ যদি আমার বিনাশ করে, তাহাও এই কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধ অপেক্ষা হিতকর। সঞ্জয় কহিলেন হে মহারাজ! অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণকে এইরূপ বলিয়া শর ও শরাসন পরিত্যাগ করতঃ শোকা-কুলিতচিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, শ্রীমধুসূদন অর্জ্জুনকে সেই প্রকার কৃপাপরবশ, অশ্রুপূর্ণলোচন ও বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন। অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কটে কেন তুমি অনার্য্যজনোচিত, স্বর্গরোধক, অধর্ম্মকর এবং অযশস্কর মোহে অভিভূত হইলে! হে কৌন্তেয়! এরূপ কাতর হইও না, ইহা তোমার শোভা পায় না. হে শক্রতাপন! ক্ষুদ্রজনোচিত নীচতাপ্রকাশক হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর। অর্জ্জুন কহিলেন, হে শক্রবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি কি প্রকারে পরমপূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামক্ষেত্রে শরজাল দ্বারা প্রতিযুদ্ধ করিব? ১।২।৩।৪।

এই সংসারে (রাজ্যলোভে) মহানুভাব দ্রোণাচার্য্যাদির বিনাশসাধন অপেক্ষা গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়াও জীবনধারণ করা বহু গুণে শ্রেয়স্কর। গুরুগণকে বধ করিলে (কেবল যে পরকালেই অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে তাহা নহে) ইহকালেই সেই রক্তরঞ্জিত বিকট ভোগ উপভোগ করিতে হইবে। ৫।

উভয়পক্ষের মধ্যে উহারাই জয়লাভ করুন বা আমরাই জয়লাভ করিএই জয় পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টীর যে গৌরব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগের বধসাধন করিলে আমাদের ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ থাকে না, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণও সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাদিগকে বধ করিয়া আমি কিরূপে জীবিত থাকিব, এই ভাবিয়া একান্ত কাতর হইয়াছি, কুলক্ষয়কর মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি

এবং ক্ষত্রিয় হইয়া ভিক্ষাদি করিতেও কৃতসংকল্প হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে সন্দিগ্ধ হইয়াছি। আমি আপনার শরণাগত শিষ্য যাহা নিশ্চিতই শ্রেয়স্কর আমাকে উপদেশ দিন। আমার স্বয়ং বিচারক্ষমতা বিনষ্ট হইয়াছে। আত্মীয় বন্ধুগণকে উৎসন্ন করিয়া যদি পৃথিবীর মহাসমৃদ্ধিশালী অকণ্টক রাজ্য, কিম্বা স্বর্গের ইন্দ্রত্বও লাভ করিতে পারি, তথাপি আমার এই সকল বন্ধুস্বজনাদিবিরহ-জনিত এইরূপ ইন্দ্রিয়বিশোষক শোক যে কি উপায়ে নিবারিত হইবে, তাহা দেখিতে পাই না। ৬। ৭। ৮।

সঞ্জয় কহিলেন—জিতনিদ্র শত্রুতাপন অর্জ্জুন কৃষ্ণসমক্ষে এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। হে ভরতবংশীয় মহারাজ! হৃষীকেশ তখন যেন হাসিতে হাসিতে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে বিষণ্ণবদন অর্জ্জুনকে এই সকল বলিলেন। ৯। ১০।

আমি বলিলেও, ভীষ্মাদির সহিত আমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিব, বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিতেছ, হে ধনঞ্জয়! তুমি সুবুদ্ধি লোকের ন্যায় অনেক কথা বলিলে আবার বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য কার্য্যও করিতেছ, কারণ যাঁহাদের নিমিত্ত দুঃখ করার কোন কারণ দেখিতে পাই না, তাঁহাদের নিমিত্ত তুমি দুঃখ করিতেছ, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা মৃত বা জীবিত ব্যক্তির নিমিত্ত কোন প্রকার অনুশোচনা করেন না। ১১।

তুমি যাঁহাদের বিরহ বা অভাব মনে করিয়া দুঃখিত হইতেছ, বাস্তবিক তাঁহাদের অভাব হওয়া সম্ভবে না, কারণ ইহাঁরা সকলেই নিত্য পদার্থ। ইহা সত্য যে, আমি, তুমি এবং সমস্ত জনাধিপগণ পূর্ব্বে কখনও ছিলাম না, তাহা নহে এবং এই এই দেহের ভবিষ্যতে যে আমরা কেহ থাকিব না, তাহাও নহে;

আমরা এই দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিলাম, এবং ইহার বিনাশ হইলে ভবিষ্যতেও থাকিব। ১২।

আত্মার দেহেতেই যেমন বাল্যবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন, যৌবনের পরিবর্ত্তনেই বার্দ্ধক্য অবস্থা হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ একটা পরিবর্ত্তনের অবস্থা মাত্র, মৃত্যুতেও আত্মার কেবল এই দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার কিছুই হয় না. অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিঞ্চুমাত্র বিমুগ্ধ হন না। ১৩।

আর যদি বল,—স্বীকার করিলাম মৃত্যু কেবল আত্মার একটা অবস্থান্তর মাত্র, মৃত্যুতে কেহ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু এই দেহের অবস্থান্তরদ্বারা যে পরস্পরের মধ্যে একটা বিরহ উপস্থিত হইবে, তজ্জনিত দুঃখভোগ কিরূপে না হইতে পারে? তাহাও তোমার ভ্রান্তি, কারণ হে ভারত! সুখদুঃখ আত্মাতে থাকে না. পরন্তু মন কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত নানাপ্রকার বিষয়ের সম্বন্ধ হইয়াই অসঙ্খ্যপ্রকার সুখ, দুঃখ ও শীতোষ্ণাদি অনুভব হইয়া থাকে। এক এক অবস্থায় এক এক সময় এক এক প্রকার বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এক একটা অবস্থা বা ঘটনাবিশেষ উপস্থিত হয়,—যাহাকে পণ্ডিতগণ মনোবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহারই কোনটির নাম সুখ, কোনটির নাম দুঃখ, সুতরাং ইহারা মনেরই একটি অবস্থা বা গুণবিশেষ, কিন্তু আত্মার কোন গুণ নহে, উহা আত্মাকে সংস্পর্শ করে না। অতএব হে কৌন্তেয়! তোমার নিজের নয় বলিয়া. যেমন অন্যের সুখ, দুঃখ তুমি আপনাতে গণ্য কর না, সেইরূপ মনোবৃত্তি স্বরূপ, সুখদুঃখকেও তোমার

নিজের (আত্মার) বস্তু বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ, সুখ, দুঃখাদি যখন উৎপন্ন পদার্থ, এবং উৎপত্তি মাত্রেই পুনর্ব্বার ইহাদের অভাব হইয়া যায়, তখন ইহাদের নিমিত্ত প্রফুল্ল বা অবসন্ন না হইয়া সহ্য করাই কর্ত্তব্য। ১৪।

হে পুরুষপ্রবর! যে সমদুঃখ-সুখ-ধীর পুরুষকে এই অনিত্য মনোবৃত্তি স্বরূপ সুখ, দুঃখনিচয়ে বিচলিত করিতে পারে না, সেই মহাপুরুষ নির্ব্বাণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র ॥ ১৫ ॥

সুখদুঃখের বাস্তবিক তত্ত্ববিষয়ে যদি আর একটু অন্বেষণ কর, তাহাতেও ইহা প্রমাণ হইবে যে সুখদুঃখের দ্বারা বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। কারণ সুখ দুঃখাদি যখন উৎপত্তি ও বিনাশবিশিষ্ট পদার্থ, তখন উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা নাই। কিন্তু ভ্রান্তিদৃষ্টিতে মৃগতৃষ্ণায় প্রতীয়মান জল যেরূপ মিথ্যা পদার্থ, সুখ দুঃখাদিও সেইরূপ মিথ্যা পদার্থমাত্র, অতএব মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রম হইয়া কিম্বা বৃক্ষাদিতে ভূত প্রেত ভ্রম হইয়া বিচলিত হওয়া যেরূপ সুবুদ্ধির কর্ত্তব্য কার্য্য নহে, সেইরূপ মিথ্যা পদার্থ সুখদুখাদির দ্বারাও বিচলিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে।

সুখদুঃখাদি সর্ব্বদা অনুভূয়মান পদার্থ হইলেও, উহা মিথ্যা কেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ করা যাইতেছে।—যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিকপক্ষে মিথ্যা পদার্থ, অর্থাৎ কিছুই না, কিন্তু যাহার বিকার, সেই জিনিষটিই সত্য পদার্থ, সেই সত্য পদার্থটিকেই নানাপ্রকার নাম দেওয়া হয় এবং সেই এক একটি নামমাত্র লইয়াই কেবল মুখের কথায় এক একটী ভিন্ন বস্তু কল্পনামাত্র করা হয়, বাস্তবিক পক্ষে উহা কিছুই

নহে। মনে কর, লোকে "ঘট" বলিয়া একটা জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে, আর উহা যে মৃত্তিকাখণ্ড হইতে একটি বিভিন্ন-মত দ্রব্য তাহাও সকলের ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ঐ ঘটটী কি মৃত্তিকা অপেক্ষায় অতিরিক্ত কোন পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? তাহা কদাচ নহে। মৃত্তিকারই একরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে তাহাকে "ঘট" বলিয়া ব্যবহার করা যায়। আবার অন্যরূপ অবস্থা বিশেষ হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই "গৃহ" বা "কোটা" বলা যায়, এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে, তাহাকেই আবার ইষ্টকও বলা যায়, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষেই মৃত্তিকাও যে পদার্থ, ঐ ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদিও ঠিক সেই একই পদার্থ, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। ভাব, যদি ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ "মৃত্তিকা" এই কথাটি মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, গৃহ ও ইষ্টকাদি পদার্থ-গুলি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল "মৃত্তিকা" কথাটি ভিন্ন আর কি কথা ব্যবহার করা হইত? ফলপক্ষে তাহা হইলে ঘটপটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন রকমের অবস্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিলে কোন মতেও চলে না। মনে কর, যদি "ঘট" আনিবার মানসেও "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" বলা হয়, আবার একখানি "ইষ্টক" আনিতে বলিতেও "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" এই কথাই বলা হয়, তবে যে লোকটিকে উহা আনিতে বলা হয়, সে নিতান্ত বিপদেই নিপতিত হয়, কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার কিছুই আয়ত্ত করা সম্ভবে না। আর

যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এবং ইষ্টকাদির আকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনা পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়া পরে "এইরূপ মৃত্তিকা খণ্ড লইয়া আইস" এইরূপ বলা হয়, তাহাও অনেক সময়ের কর্ম্ম। এনিমিত্ত একই মৃত্তিকা পদার্থকে "ঘট, পটাদি" পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহার মাত্র করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক করিয়া ঘট পটাদির অস্তিত্ব বা সত্বাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা মুখের কথার সত্বা বা অস্তিত্ব মাত্র, বাস্তবিক কল্পে উহা কিছুই না। বাস্তবিক, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার এক একটু চিন্তা করিলে দেখিবে যে, মৃত্তিকাও ঘটপটাদির ন্যায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহারও বাস্তবিক সত্যতা ঘটে না; কতকগুলি পরমাণুর এক প্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার আর এক প্রকারে সন্নিবেশ হইলে, সেই পরমাণুরাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, ঘট ও পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছু না। আবার পরমাণুরাশিও যখন উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও একটা কথার দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে বস্তু হইতে পরমাণুরাশি বিকশিত হয়, তাহারই একটা নামান্তর মাত্র। "পরমাণু" অতএব দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যগুলিকে পরমাণুরাজি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুরাজি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আইসে যে, সংসারে যত প্রকার বিকার পদার্থ আছে, তৎসমস্তই অসত্য, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহা নাই, কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা মুখের কথা মাত্র।

যদি বিকার পদার্থমাত্রেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিল, এবং কেবল মাত্র মুখের কথায় অস্তিত্ব ব্যবহার হয়, আর ঘট পটাদি দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই মিথ্যা পদার্থ হইল, তবে কি এই সমস্ত জগৎ কেবল শূন্যময়,—অভাবময়? অভাব, শূন্য ব্যতীত কি আর কিছুই নাই? তাহাও নহে, তবে বাস্তবিক তত্ত্ব কি, তাহার বিবরণ বলা যাইতেছে,—এই জগতে কেবল একটিমাত্র বস্তুই অবিকার আছে, তাহার কোন প্রকারই পরিলক্ষিত হয় না সুতরাং সেই একটি মাত্র বস্তুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, সেই অস্তিত্ব কেবল মুখের কথার অস্তিত্ব নহে, সেইটিই জগতের সার-ভূত পদার্থ। অতএব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড শূন্যময় বা অভাবময় নহে, সেটি কি পদার্থ? সেইটি সত্তা, বা বিদ্যমানতা পদার্থ, বিদ্যমানতা বা সত্তার কোনরূপ উৎপত্তিবিশেষ, পরিবর্ত্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং সংহতভাবে অবস্থিতি, ইহার কোন প্রকার পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং সত্তাপদার্থটিই সত্য বা সত্য বস্তু। যাহার উৎ-পত্তি, বিনাশ, ও হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যে বস্তুর অস্তিত্ব একবার দেখা যায়, আবার দেখা যায় না, তাহাই অসত্য পদার্থ। আর যাহার অস্তিত্ব সর্ব্বদাই দেখা যায়, কখনই অভাব হইয়া যায় না, তাহাই সৎ বা সত্য, বা নিত্য। ঘটপটাদি দ্রব্যগুলি কখনও থাকে, আবার কখনও থাকে না, অতএব উহারা অসৎ পদার্থ, আর সত্তাপদার্থটী সর্ব্বদাই অনুভব হয়, কখনই উহার অভাব দৃষ্ট হয় না, সুতরাং সত্তা সৎ পদার্থ।

কথাটা আর একটু বিস্তার করিয়া বুঝান যাইতেছে,—লোকে যে সকল বস্তু সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, তৎসমস্ত স্থলেই তাহাদের দুটি বিষয়ের দুটি জ্ঞান হইয়া থাকে, একটি জ্ঞান অসৎবস্তু বিষয়ক, আর একটি জ্ঞান সৎবস্তু বিষয়ক। মনে কর,

একটি ঘট দৃষ্ট হইতেছে, এখন এই ঘটটি দেখা মাত্রেই যেমন ঘটটির জ্ঞান হয়, তেমন তৎসঙ্গে তাহার একটা অস্তিত্বেরও জ্ঞান হয়, অর্থাৎ ঘটটিও বুঝিতে পারা যায়, আবার ঘটটি যে আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায় ; এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে ঘটপ্রকাশক বা ঘটবিষয়ক জ্ঞানটি অসৎ বিষয়ক, আর ঐ ঘটের অস্তিত্ব বা সত্তা বা বিদ্যমানতার প্রকাশক জ্ঞানটি সৎবিষয়ক। কারণ ঘটটি সর্ব্বদা থাকে না, ঘটটি যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন তাহাকে দেখাও যায় না, অতএব ঘট মিথ্যা বা অসৎ পদার্থ। কিন্তু ঐ ঘটের সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সত্তা বা বিদ্যমানতা, অথবা অস্তিত্বের অনুভব হইতেছিল, সেই জ্ঞান এখনও হইতেছে। তবে অবশ্যই ঐ বিনষ্ট ঘটটি সম্বন্ধে আর বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না সত্য, কিন্তু অন্য ঘট, কিম্বা পটাদি সম্বন্ধে ঐ অস্তিত্ব, বা বিদ্যমানতা বা সত্তা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে। এরূপ ঘটনা কখনই হয় না যে, অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইতেছে না, অথচ অন্য কোন পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, যাহার যে কোন পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব বাদ দিয়া কোন পদার্থেরই জ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুতে সত্তার অনুভব হয়। উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভূত হইয়া থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিই সৎ, নিত্য, বা সত্য এবং অদ্বিতীয় পদার্থ। অতএব ঘটাদি বিকার পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও সত্তার যখন অস্তিত্ব থাকিল, তখন সমস্ত সংসারকে অভাবময় বা শূন্যময় বলিতে পারা যায় না।

ঘটাদি যে মিথ্যা পদার্থ, তাহা যেমন বুঝিতে পারিলে, তেমন তোমার, আমার এবং ঐ সকল ভীষ্মদ্রোণাচার্য্যাদি সমস্ত প্রাণীর দেহ, দেহের উপাদান এবং দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, আর শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি এবং তাহার কারণ এতৎ সমস্তই মিথ্যা পদার্থ, ইহার কিছুরই বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কেবল মুখের কথায় অস্তিত্ব মাত্র।

ভাবিয়া দেখ, এই দেহটা যদিও অস্থি, মাংস মজ্জা মেদ ও নাড়ী প্রভৃতির সমষ্টি স্বরূপ বটে, তথাপি বাস্তবিক ইহা অন্ন-ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি কতকগুলি ভুক্ত, পীত দ্রব্যের একটু রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। লোকে যে সকল দ্রব্য আহার করে, সেই সকল বস্তুই নানাপ্রকার কৌশল ও ক্রিয়ার দ্বারা ২০।২২ দণ্ড পরে, দেহের অস্থি, মাংসাদি আকারে পরিণত হয়, অতএব দেহ সম্বন্ধে সেই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পদার্থই সত্য, আর এই অস্থি, মাংসাদির সমষ্টি দেহটা মিথ্যা পদার্থ। তবে কি না কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের সুবিধার নিমিত্ত, একটু অবস্থান্তরে পরিণত সেই অন্নব্যঞ্জনাদি দ্রব্য গুলিকেই "দেহ" বলিয়া একটা সংজ্ঞা বা নাম দেওয়া হয়। বাস্তবিক ইহা কেবল সেই দাইল তরকারী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আবার সেই অন্নব্যঞ্জনাদির তত্ত্বান্বেষণ করিলেও জানা যাইবে যে, উহাও মিথ্যা পদার্থ, উহারও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, কারণ কতকগুলি পার্থিব পরমাণু সমষ্টির কিছু একটু অবস্থান্তর হইয়াই অন্নব্যঞ্জনাদি অবস্থা হইয়াছে, অতএব ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটু পরিবর্ত্তিত অবস্থাগত পার্থিব পরমাণুরাশিকেই "দাইল" "তরকারী" প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা গিয়া থাকে।

যখন অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি মিথ্যা পদার্থ, কেবল পার্থিব পরমাণু-রাশির একটা নামান্তর মাত্র, তখন দেহটাও সেই পার্থিব পরমাণুরাশির সমষ্টিই হইল, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে। আবার পরমাণুও যখন উৎপন্ন ও বিনাশী এবং বিকার পদার্থ, তখন উঁহাদেরও বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, উহারাও মিথ্যা পদার্থ। যাহা হইতে পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিম্বা যাহার রূপান্তর হইয়া পরমাণুর অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই একটা নামান্তর "পরমাণু"। অতএব অন্নব্যঞ্জন ও দেহপদার্থটাও সেই পরমাণুর মূল কারণ যে পদার্থটা (তন্মাত্র) তাহারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং সকারণক দেহাদি সমস্ত পদার্থই মিথ্যা, কেবল মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় একটা মুখের কথার দ্রব্য মাত্র। ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদিও এইরূপ উৎপত্তি বিনাশবিশিষ্ট বিকার পদার্থ, অতএব উহারাও বাস্তবিক মিথ্যা পদার্থ, অতএব ইহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।

আবার যাহা সৎ বা সত্যপদার্থ (অর্থাৎ আত্মা,—যাহা পূর্ব্বে সত্তাস্বরূপ বলিয়াছি) তাহারও কখন অভাব হইতে পারে না। (কারণ সত্তা পদার্থের অভাব কখনই পরিদৃষ্ট হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।) ব্রহ্ম-স্বরূপবিৎপণ্ডিতগণ সৎ আর অসৎ এতদুভয়ের এইরূপ ব্যবস্থাই অবগত আছেন। অতএব তুমিও সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণের পন্থাই স্মরণ করিয়া শোক মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দকে মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় মিথ্যাবোধে সহ্য করিয়া লও। ১৬।

আকাশের দ্বারা, যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত দ্রব্য পরিব্যাপ্তভাবে আছে, সেইরূপ যাহার দ্বারা এই জগৎ পরিব্যাপ্তভাবে আছে

তিনিই সেই সত্তারূপ এবং সৎ বা সত্য পদার্থ, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জানিও। কারণ, অবয়বের ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইয়াই এক এক বস্তুর বিনাশ ও অন্যথা হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার অবয়বও নাই, তাঁহার হ্রাস, বৃদ্ধিও নাই, এজন্য তিনি অব্যয় সুতরাং তাঁহাকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না। ১৭।

সেই ইন্দ্রিয়, মনের প্রত্যক্ষাদির অবিষয় অবিনাশী ও নিত্য সত্তাস্বরূপ পদার্থই সমস্ত দেহের আত্মা, তাঁহার এই দেহ সকল মৃগতৃষ্ণায় জল, ও স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালাদি পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, অতএব হে ভারত! এই মিথ্যা দেহাদির জন্য শোকমোহাদি করিয়া যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া তোমার উচিৎ নহে। ১৮।

তুমি মনে করিতেছ যে "ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুগণ আমাকর্ত্তৃক নিহত হইবেন। আমিই তাঁহাদের নিহন্তা হইব", তাহা তোমার নিতান্তই ভ্রান্তি হইতেছে। দেখ শ্রুতিও বলিতেছেন যে, যিনি আত্মাকে কাহারও নিহন্তা বলিয়া মনে করেন, অথবা যিনি আত্মাকে নিহত বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উভয়েই প্রকৃত-তত্ত্বের অনভিজ্ঞ, কারণ আত্মা কখনই কাহার বধ করার কর্ত্তা হইতে পারে না, এবং কখন বধ্যও হইতে পারে না। ১৯।

কেননা, আত্মা ষড়্‌বিকাররহিত পদার্থ, আত্মা কখনই জন্মে না, কারণ আত্মা ঘটপটাদি পদার্থের ন্যায় পূর্ব্বে না থাকিয়া কখনও নূতন অস্তিত্ব গ্রহণ করে না এবং আত্মা, ঘটপটাদির ন্যায়, একবার অস্তিত্ব গ্রহণ করিয়া আবার অস্তিত্বহারা হয় না, এজন্য আত্মাকে অজ আর নিত্য বলা হইয়া থাকে এবং আত্মার কোন প্রকার হ্রাস বা বৃদ্ধিও নাই, অতএব ইহাকে শাশ্বত আর

পুরাণ বলা হয় এবং শরীরের অবস্থান্তর হইলেও ইহার অবস্থান্তর বা রূপান্তর হয় না, আত্মা কখনই ঘটপটাদি জড় দ্রব্যের ন্যায় সংপিণ্ডিতভাবেও থাকে না। ২০।

অতএব, হে পার্থ! যিনি আত্মাকে এইরূপ অবিনাশী, নিত্য ও অজ, অব্যয় বলিয়া অবগত থাকেন, তিনি এই আত্মাতে বধাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব আরোপ করিবেন কিরূপে? কারণ কোন বস্তুর অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না হইয়া তাহার মধ্যে কোন প্রকার ঘটনা বা ব্যাপার হইতে পারে না। কর্তৃত্ব, অর্থাৎ স্বয়ং কোন ক্রিয়া করা, এবং কর্ম্মত্ব, অর্থাৎ অপর কৃত ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হওয়া, এই উভয়ই এক একটী ঘটনা-বিশেষ মাত্র। সুতরাং কোন বস্তুর কোন পরিবর্ত্তন না হইলে তাহার কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব সম্ভবে না। অতএব আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য বলিয়া আত্মারও কোন কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব হইতে পারে না। ২১।

মানবগণ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেই প্রকার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করেন। ইহারই নাম মৃত্যু। পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নববস্ত্র পরিধানকালে যেমন দেহের কোন প্রকার পরিণাম বা বিকৃতি হয় না, সেইরূপ পূর্ব্বদেহ পরিত্যগ-পূর্ব্বক দেহান্তর গ্রহণকালেও আত্মার কোন প্রকার বিকৃতি বা অবস্থান্তর হয় না। ২২।

কারণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি এই আত্মাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাঁকে দহন করিতে পারে না, জলও ইহাঁকে দ্রব করিতে পারে না, এবং বায়ু ইহাঁকে শোষণ করিতে পারে না। ২৩।

এজন্য এই আত্মাকে অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য বলা যায়, সুতরাং ইনি নিত্য পদার্থ, যেহেতুক নিত্য, অতএব ইনি সর্ব্বব্যাপক, যেহেতু সর্ব্বব্যাপক, অতএব স্থিতিশীল, যহেতু স্থিতিশীল, অতএব অচল, এজন্য ইনি সনাতন। চিরকাল স্থিরস্বভাব, অচল এবং অনাদি, চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর, মনেরও অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর। ২৪।

তাই বলিতেছি যখন আত্মার জন্মবিনাশাদিই নাই তখন আর এ বিষয়ে শোক করা উচিত হয় না। অথবা যদিই জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে অথবা মরিতেছে মনে কর তাহা হইলেও হে মহাবাহো! তোমার শোক করা উচিত হয় না। কারণ জন্ম গ্রহণ করিলে অবশ্যই মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যু হইলে অবশ্যই জন্ম গ্রহণও হইবে; অতএব এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোক করাও তোমার পক্ষে উচিত হয় না। ২৫। ২৬। ২৭।

যে ভৌতিক পদার্থের পূর্ব্বাবস্থা অব্যক্ত, মধ্য ভাগ মাত্র প্রকাশিত শেষে নিধনের সময়ও অব্যক্ত তাহা বলিতেছি। হে ভারতবংশীয় ধনঞ্জয়! এই বিষয়ের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে হয়। ২৮।

কেহ ইহাকে (জীবাত্মাকে) আশ্চর্য্য ভাবিয়া দর্শন করে, কেহ বা আশ্চর্য্যের ন্যায় বলে, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করে, কেহ বা পুনর্ব্বার বিপরীতভাবনাভিভূত হইয়া শুনিয়াও জানিতে পারে না। ২৯।

হে ভারতবংশীয় ধনঞ্জয়! সকলেরই শরীর মধ্যে এই নিত্য ও অবধ্য আত্মা বিরাজ করেন। অতএব কোন প্রাণীর জন্য

তোমার শোক প্রকাশ উচিত হয় না। আত্মারই যখন বধ-সাধিত হইতে পারে না তখন তোমার আর কম্পিত হওয়া অকর্ত্তব্য অথবা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নহে, কারণ ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায়যুদ্ধ অপেক্ষা অপর কিছুই শ্রেয়স্কর নহে। ৩০ । ৩১।

হে পার্থ! সেই ক্ষত্রিয়গণই সুখী যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে স্বর্গের উন্মুক্তদ্বারস্বরূপ এরূপ যুদ্ধপ্রাপ্ত হয়। অথচ যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে। সকলেই তোমার এই চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিতে থাকিবে। তোমার ন্যায় কীর্ত্তিকুশল সমর্থ ব্যক্তির অযশঃ ঘোষণাও অধিকতর দুঃসহ। ৩২। ৩৩। ৩৪।

যে সকল মহারথ তোমার বহুমান প্রদর্শন করিয়া থাকেন তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভীত হইয়াছ, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ, সুতরাং তাঁহাদের নিকটেও তোমার গৌরবের লাঘব হইবে। তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া বড়ই অবক্তব্য কথাও বলিবে তদপেক্ষা আর কি কষ্টকর আছে। ৩৫। ৩৬।

হে কৌন্তেয়! বিবেচনা করিয়া দেখ জয়পরাজয় উভয়েই তোমার সম্পূর্ণ লাভ। যদি যুদ্ধে হতই হও, স্বর্গ লাভ হইবে, যদি জয়লাভ কর, রাজ্যভোগ করিবে, অতএব যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হও। ৩৭।

সুখদুঃখ, লাভালাভ এবং জয়পরাজয় সমান বোধ করিয়া, সুখদুঃখাদি অভিলাষ ত্যাগ করিয়া, কেবল যুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়াই যুদ্ধ কর, তোমায় পাপ স্পর্শ করিবে না। হে পার্থ! যে

জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব সুপ্রকাশিত হয় তাহা তোমায় কহিলাম, এক্ষণে কর্ম্মযোগের বিষয়ও শ্রবণ কর। এই বুদ্ধি যুক্ত হইয়া (শুদ্ধান্তকরণে ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিলে) তুমি কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে। ৩৮। ৩৯।

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রারম্ভে নিষ্ফলতা নাই (যখন কোন কামনাই নাই তখন বিফল হইয়া নিরাশ হইবার সম্ভাবনা নাই), কোনরূপ প্রত্যবায়ও নাই এবং এই ধর্ম্মের সামান্য অনুষ্ঠানেই মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। হে কুরুনন্দন! পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি নিশ্চয়ই আমার পরিত্রাণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি একমাত্র, কিন্তু তদ্ভিন্ন কামনাদিযুক্ত অন্যান্য অব্যবসায়িগণের অনন্ত কামনা থাকায় বুদ্ধিও বহুশাখা-বিশিষ্ট। ৪০। ৪১।

যে সাঙ্খ্যজ্ঞান ও যোগজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না, সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য মহাত্মাদিগের চিত্তেই ঐ জ্ঞান প্রকাশিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত অবিবেকী ব্যক্তিগণ,—যাঁহারা বেদবাদরত, অর্থাৎ বেদে যে সকল স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি বোধক বাক্য আছে, তাহাতেই অনুরক্ত এবং যাঁহারা "পারত্রিক স্বর্গ এবং ঐহিক ধনজনাদি সংসাধক কর্ম্ম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠতম বিষয় আর কিছুই নাই" এইরূপ বিশ্বাসশালী, সুতরাং কামনাবশগ এবং স্বর্গপরায়ণ, তাঁহারা "কামনাপূর্ব্বক করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখদায়ক" ইত্যাদি আশু প্রীতিজনক বাক্য সকল বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই সকল বাক্যগুলি কেবলই জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদ অর্থাৎ বারম্বার জন্মস্বরূপ কর্ম্ম ফল সাধনের সাহায্য করে এবং ইহকাল ও পরকালে নানা-

সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি লাভের উপায় স্বরূপ যে সকল যজ্ঞাদি ক্রিয়া আছে, তাহাই প্রকাশ করে। ৪২। ৪৩।

সেই লোভজনক বাক্যদ্বারা যাহাদের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছে, সেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তে উক্ত সাঙ্খ্য-জ্ঞান ও যোগজ্ঞান কখনই স্থান পাইতে পারে না। ৪৪।

কিন্তু ইহা যেন তোমার মনে হয় না যে "কামনাশূন্য হইয়াও যদি বেদোক্ত স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে (যাহা ৩৭। ৩৮ শ্লোকে বলিয়াছি,) তাহা হইলেও সেই কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল (স্বর্গাদি প্রাপ্তি) হইবে, সুতরাং মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের বাধাই থাকিল। কারণ স্বর্গভোগাদি হইলে আর মুক্তি হইবে কখন?" কেননা বেদের যে কর্ম্মকাণ্ড অংশ আছে, তাহা ত্রৈগুণ্যবিষয়ক—ত্রিগুণসংশ্লিষ্ট যে সকল কামনামূলক স্বর্গাদি ফল, তাহারই প্রতি-পাদক, অর্থাৎ "কামনা করিলেই স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে" এইরূপ অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব যদি কোন কামনা না থাকে, তবে আর ঐ সকল কাম্যফল হইতে পারে না। মনে কর, ধনের দ্বারা সকলপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ হইতে পারে, তাই বলিয়া যে ধন ঘরে হইলেই, (ক্রয় না করিলেও) ধনলব্ধ বস্তু সকল আপনি আপনি লব্ধ হইবে, তাহা কদাচ নহে। কিন্তু ধন আছে বলিয়া কেবল একটু উৎফুল্লতা মাত্রই হইবে। সেইরূপ বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলে, যদি সেই সেই ফলে কামনা থাকে, তবেই স্বর্গাদি ফল জন্মিবে এবং তদ্দ্বারা মুক্তি আর তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাঘাত ঘটিবে, কিন্তু ঐ যজ্ঞাদি জনিত ধর্ম্মের বিনিময়ে যদি ঐ সকল স্বর্গাদি ফলের কামনা না করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল

ফল লাভ না হইয়া কেবল মনের শুদ্ধি বা তৃপ্তিমাত্রই হয় সুতরাং তদ্দ্বারা মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যই হইয়া থাকে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও অর্থাৎ ত্রিগুণ সংক্লিষ্ট যে সকল স্বর্গাদি কামনা তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তবেই মুক্তি মার্গের অধিকারী হইতে পারিবে। যদি শীতোষ্ণাদি নিবারণের নিমিত্তে বস্ত্রাদির কামনা মনে হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত মতে (১৪ শ্লোকানুসারে) সর্ব্বদা ধৈর্য্যালম্বন কর। লাভ এবং লব্ধবস্তুর রক্ষণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বিহীন হও এবং অপ্রমত্ত হও। ৪৫।

হে ধনঞ্জয়! ইহা তুমি মনে করিও না যে, "নিষ্কামভাবে কর্ম্মাদি করিলে স্বর্গভোগাদি সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইল", কারণ যেমন কলসীদ্বারা জল তুলিয়া স্নান করিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, নদ্যাদি বিস্তৃত জলাশয়ে স্নান করিলেও তাহাতো হয়ই বটে, প্রত্যুত আরও কত অধিক শীতলতাদি লাভ হইয়া থাকে সেইরূপ কামনাপূর্ব্বক সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, যে পরিমাণের স্বর্গভোগাদি সুখ অনুভূত হয়, তাহা নিষ্কাম অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ হইলে যে বিপুল সুখ উৎপন্ন হয়, উহাও তাহারই অন্তর্গত। ৪৬।

যদিও চ শ্রেয়ঃসাধন পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ এবং নিষ্কামভাবে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, উহার পরম্পরারূপে কারণ, কেননা, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, প্রথমে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি, নিষ্ফলতা বা আত্মজ্ঞান ধারণের ক্ষমতা উৎপন্ন হয়, তৎপর সমাধিযোগের দ্বারা আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, তৎপরে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তথাপি

তোমার সেই পরম্পরারূপে মুক্তির কারণ কর্ম্ম মার্গেতেই অধিকার, যেহেতু এখনও তুমি জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী হও নাই। পরন্তু স্বর্গাদি কর্ম্মফলে যেন কদাচ তোমার অভিলাষ না হয়, আর যদি ফলের অভিলাষ বশবর্ত্তী হইয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে তাহার ফল (জন্মাদি) না হইয়াই পারে না, অতএব ফলাভিলাষে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তুমি সেই জন্মাদি বন্ধনের হেতুভূত হইও না। আবার "ফলই যদি না হইল, তবে আর এত পরিশ্রম করিয়া বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব কেন?" এই বলিয়াও যেন তোমার কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি না হয় (ইহার বিশেষ কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি)। ৪৭।

হে ধনঞ্জয়! তুমি যোগস্থ হইয়া কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই বেদবিহিত কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর, কিন্তু তাহাতেও "ঈশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন" এইরূপ তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া যে তত্ত্বজ্ঞান বিকাশ স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাতেও যেন তোমার মনের আসঙ্গ না থাকে, কারণ ঐরূপ সিদ্ধি আর অসিদ্ধিকে তোমার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, অর্থাৎ সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা আর অসিদ্ধির উপর বিদ্বেষ, এতদুভয়ই নিঃশেষে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই যে সিদ্ধি, অসিদ্ধি বা লাভ, অলাভের সমতা জ্ঞান করিতে বলিলাম, এই সমতার নামই যোগ, তোমাকে এই সমতারই আশ্রয় করিতে হইবে। ৪৮।

ফলকামনায় কর্ম্মনুষ্ঠান করা, এই সমতাজ্ঞানে কর্ম্ম করা অপেক্ষায়, অতি দূরবর্ত্তী নীচে অবস্থিতি করে। অতএব তুমি এই সমতাজ্ঞান বা যোগজ্ঞানেরই শরণ লও। হে ধনঞ্জয়!

যাঁহারা সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমতা জ্ঞানপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মজনিত কোন প্রকার সুকৃত বা দুষ্কৃত ভোগ করেন না, কেননা, বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই লাভালাভের সমতাজ্ঞানস্বরূপ-যোগের নিমিত্ত যত্ন কর, কারণ স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের যোগই একমাত্র কৌশল। যোগজ্ঞান থাকিলে, এই সংসার-বন্ধন-জনক কর্ম্মও মুক্তিরই কারণ হইয়া থাকে। ৫০।

কেননা লাভালাভে সমতাজ্ঞানযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জন্মাদিস্বরূপ কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক জীব জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সেই আনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১।

লাভালাভের সমতাজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধি হইয়া প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ কখন হইবে, তাহা বলিতেছি,—যখন তোমার বুদ্ধি, এই মোহস্বরূপ অবিদ্যামালিন্য অতিক্রম করিতে পারিবে, তখনই তুমি পরম বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে, তখন অধ্যাত্মবিষয়ক শাস্ত্র ব্যতীত শ্রুত ও শ্রোতব্য সমস্ত বাক্যেই তোমার বিরক্তি হইবে। ৫২।

মোহ-মলিনতার অপনয়ন হইলে বিবেকজ্ঞান বিকাশ হইয়া এই কর্ম্মযোগের ফলস্বরূপ পরমার্থযোগ বা সমাধিযোগ কখন বিকসিত হইবে, -যদ্দারা নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তাহাও বলিতেছি,—নানাপ্রকার শাস্ত্র শ্রবনের দ্বারা নানারূপে তরঙ্গায়িত বুদ্ধি যখন সমস্ত বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আত্মাতেই অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিবে, তখনই তুমি সমাধি প্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কেশব ! কিরূপ অবস্থা হইলে সমাধিস্থ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন বলে এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানীই বা কিরূপ কথাবার্ত্তা বলেন, কিরূপে থাকেন, কিরূপ চলাচলতি করেন, তদ্বিষয় আমাকে বলুন। ৫৪।

ভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ ! যোগী ব্যক্তির অন্তঃকরণের মধ্যে যত প্রকার আশা, তৃষ্ণা বা অভিলাষ আছে, তৎসমস্তই যখন এককালে পরিত্যাগ করেন, কোন বিষয়েই কোন প্রকার তৃষ্ণা বা কামনা অল্পমাত্রও থাকে না, কেবলমাত্র পরমার্থ তত্ত্বস্বরূপ আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলে। ৫৫।

যখন দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগ বোধ না হয়, সুখেতেও কোন প্রকার স্পৃহা না থাকে, আর যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধাদি প্রবৃত্তিকে সমূলে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিতধী বা ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বলা যায়। ৫৬।

যিনি ধন ঐশ্বর্য্য ও পুত্র, কলত্র দেহাদিতে এককালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভ বা অশুভ ঘটনা হইলে কোন প্রকার আনন্দ বা বিদ্বেষ অনুভব না করেন, তাঁহারই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে বলা যায়। ৫৭।

কূর্ম্ম যেমন হস্তপদাদি অঙ্গগুলিকে বাহির হইতে গুটিয়া লইয়া দেহের মধ্যে সন্নিবেশিত করে, সেই প্রকার আপন ইন্দ্রিয়গণকে রূপরসাদি বিষয় হইতে যখন প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক যিনি আত্মাতে বিলীন করিতে পারেন, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ৫৮।

যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে নিরাহার হয় তাহারাও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীন-

প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাঁহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহাদের অনুরাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হইয়া যায়, অর্থাৎ অনুরাগও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণও প্রতি-সংহৃত হয়। অতএব পীড়াদিজনিত ইন্দ্রিয়শৈথিল্য কোনই কার্য্যের নহে। অনুরাগের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয়, তাহাই উন্নতির চিহ্ন। ৫৯।

কিন্তু হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যক, কারণ, ইন্দ্রিয়গণ যাঁহাদের বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বলাৎকারপূর্ব্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়। ৬০।

অতএব প্রথম সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করতঃ "সোহহং" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে, কারণ ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে। ৬১।

ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক, কারণ বিষয়ের চিন্তা হইতেই ক্রমে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইলেই, তাহা প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ হয় এবং তখন যদি সেই তীব্র অভিলাষ কোন প্রকারে ব্যাঘাত পায় (পাইয়াই থাকে), তাহা হইলেই ক্রোধ আসিয়া পড়ে। ৬২।

ক্রোধ হইলেই লোকের হিতাহিত বিষয়ে মোহ হইয়া থাকে, তখন সদুপদেশসকল বিস্মৃত হইয়া যায়, সুতরাং তখন বুদ্ধির বিবেকশক্তি বিনষ্ট হয়। কার্য্যাকার্য্যের বিবেক-শক্তি বিনষ্ট হইলেই পুরুষ এককালে অধঃপতিত হইল। ৬৩।

আর যাঁহারা অনুরাগ এবং বিদ্বেষের সহিত অসংশ্লিষ্ট হইয়া নিজবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করেন, সেই বিজিতমনাঃ মহাত্মাই প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। ৬৪।

প্রসন্নতা শক্তির বিকাশ হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখের অভাব হইয়া যায়। প্রসন্নমনাঃ বক্তিরই অবিলম্বে প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বা ব্রহ্ম-সংস্থিত হইয়া থাকে। ৬৫।

চিত্তপ্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না, এবং প্রসাদশূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানের অভি-নিবেশও হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আসিতে পায় না। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণাদি স্বরূপ দুঃখই থাকিবে। ৬৬।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণ কালে যদি মনও তাহার অনু-কূলেই চলে, তাহা হইলে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে। ৬৭।

অতএব হে মহাবহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃ-করণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্মসংস্থিতি হইতে পারে। ৬৮।

হে ধনঞ্জয়! অবিবেকী মনুষ্যাদি প্রাণীগণের যাহা রাত্রি, অর্থাৎ অন্ধকারময়, সেইখানে সংযমী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা জাগ্রত থাকেন, আর অবিবেকীগণ যেখানে জাগ্রত থাকেন সেখানে আত্মদর্শী মহাত্মার নিশা। ৬৯।

অতএব সংসার-রাজ্যে আসক্তি থাকিলে আত্মসংস্থিতি হওয়া অসম্ভব। আবার আত্মসংস্থিতি হইয়া গেলেও কর্ম্মানুষ্ঠান করা নিতান্ত অসম্ভব। পর্ব্বতাদি হইতে নানারূপে নিস্যন্দিত নদনদীসমূহ যেমন অচলভাবে অবস্থিত জলরাশি-পরিপূরিত সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অবিদ্যা বিজৃম্ভিত সমস্ত কামনা বা বাসনা যাঁহার সেই সমুদ্রস্থানীয় অনন্ত আত্মাতে প্রত্যাহারের দ্বারা বিলীন হইয়া যায়, তিনিই মোক্ষ পাইতে পারেন, যিনি বিষয়-বাসনা পরবশ, তিনি কখনই মুক্তি পাইতে পারেন না। ৭০।

অধিক কি বলিব, যিনি সমস্ত প্রকার বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিচরণ করেন, তিনিই নির্ব্বাণনামক মুক্তি পাইতে পারেন। ৭১।

হে পার্থ! উক্তরূপ অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায়। ৭২।

তৃতীয় অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, কর্ম্ম অপেক্ষা মোক্ষ বিষয়ে নিশ্চলাত্মিকা বুদ্ধিই যখন তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হইল তবে হে জনার্দ্দন! আমায় এই ঘোর যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিতেছ? তুমি কখন জ্ঞানের কখন কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া আমার অন্তর দারুন সংশয় বিমোহিত করিয়াছ। আমায় কোন একটী নিশ্চয় করিয়া বল যাহাতে শ্রেয়োলাভ হইবে। ভগবান কহিলেন, হে অপাপ অর্জ্জুন! আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলিয়াছি শুদ্ধ-চিত্তদিগের কর্ম্মযোগ। দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্ম না করিলে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না এবং জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিব (মোক্ষ লাভ) তাহাও হইতে পারে না। ১। ২। ৩। ৪।

কেহই কখনও মুহূর্ত্তমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; এইজন্য পুরুষের কার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও স্বভাবসিদ্ধ গুণ দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনে মনে সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয় স্মরণ করে সেই সকল মূঢ়গণ মিথ্যাবাদী। কিন্তু হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ঈশ্বরপর করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যায়। তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেয়স্কর। কর্ম্ম না করিলে এমন কি তোমার দেহযাত্রা নির্ব্বাহও হইতে পারে না। যজ্ঞার্থ (ঈশ্বরারাধনার) জন্য যে কর্ম্ম করা যায়

তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্ম দ্বারাই লোকে কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়. তাই বলিতেছি হে কৌন্তেয়! তুমি অনাসক্তভাবে বিষ্ণুর আরাধনা-রূপ নিষ্কাম কর্ম্ম কর। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯।

প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাদিগের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন তোমরা ক্রমশঃ যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও; যজ্ঞই তোমাদিগের ইষ্টকামনা পরিপূর্ণ করুন। দেবদিগকে যজ্ঞ দ্বারা বর্দ্ধিত কর, দেবগণও বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করুন; পরস্পরকে বর্দ্ধিত করিলে উভয়েরই পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। যজ্ঞদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ বৃষ্টি বর্ষনাদিদ্বারা তোমা-দিগকে ভোগসকল প্রদান করিবেন অতএব সেই দেবদত্ত অন্নাদি পঞ্চযজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণকেই প্রত্যর্পন না করিয়া স্বয়ং উপভোগ করিলে চোরের ন্যায় কার্য্যকরা হইবে। বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু যাহারা কেবল আপনাদের জন্যই পাক করে তাহারা কেবল পাপই ভোজন করে। ১০। ১১। ১২। ১৩।

অন্ন হইতে জীবগণ জন্মিয়াছে কারণ অন্নই শুক্রশোণিত রূপে পরিণত হইয়া জীবোৎপত্তির কারণ; বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি; সেই পর্জ্জন্যের উৎপত্তি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ, কর্ম্ম হইতে (সমুৎপন্ন) হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্মের নিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত। অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বগতরূপে নিত্যই যজ্ঞে অবস্থান করিতেছেন। ১৪। ১৫।

হে পার্থ! যে কেহ এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুগামী না হয় সেই পাপপ্রাণ মোহবশতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েরই উপাসনা করে তাহার বৃথাই জীবন কিন্তু যে মানবের

আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ তাহার আর অন্য কার্য্য নাই। ১৬। ১৭।

তাঁহার কর্ম্ম করিলে পুণ্য বা কর্ম্ম না করিলে কোনমতেই পাপ হয় না তাঁহাকে মুক্তির জন্য ব্রহ্মাদি স্থাবর পদার্থ পর্য্যন্ত কাহারও সহায়তা লইতে হয় না তাই বলিতেছি তুমি অনাসক্ত-ভাবে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, কারণ পুরুষ অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। রাজর্ষি জনকাদি অনেকেই কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; জনসাধারণ জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া থাকে, অজ্ঞানীগণ তোমার দৃষ্টান্ত অনু-সারে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে একাণ্ড অশুভকর হইয়া উঠিবে; অতএব যাহাতে লোক রক্ষা হইবে সাধারণ জনগণের স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিবে তন্নিমিত্তও তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, যাহাকে প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন জনসাধারণ তাহারই অনুগামী হন। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

হে পার্থ! এই ত্রিলোকমধ্যে আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মই নাই, কিছুই অপ্রাপ্তব্য অভিলষিতও নাই, তথাপিও আমি কর্ম্ম করিতেছি। হে পার্থ! যদি আমি অতন্দ্রিতভাবে কখনও কর্ম্মা-নুষ্ঠান না করি তাহা হইলে মানবগণ সকলেই আমার আচরিত পদানুসরণ করিবে। আমি এইরূপ করিলে লোকসকল ধর্ম্ম-বিহীন হইয়া উৎসন্ন হইবে, নানাবিধ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং আমিই এই সকল প্রজার বিনাশ সাধন করিব। হে ভরত-বংশীয়! অজ্ঞান ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলাসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করে, জ্ঞানীগণ সাধারণ জনগণের ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনাসক্ত-ভাবে সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

জ্ঞানীগণ, অজ্ঞান ও কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। জ্ঞানীগণ সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে (অজ্ঞানীগণকে) কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবে। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সম্পাদিত সমুদায় কর্ম্মকে অহঙ্কারবিমূঢ় জনগণ আমি করিতেছি এইরূপ বোধ করে। হে মহারথ! যে সকল তত্ত্ববিৎ ইন্দ্রিয় ও আত্মার বিভিন্নতা বুঝিয়াছে তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছে বুঝিয়া কর্ম্মে আসক্ত হন না। যাহারা সত্ত্বাদিগুণে মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্যে আসক্ত হয় সেই স্বল্পদর্শী অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিকে আত্মবিৎ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

আমার প্রতি সমুদায় কর্ম্ম অর্পন করিয়া আমি অন্তর্যামীর অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানে নিষ্কাম মমতাবিহীন এবং শোক পরিত্যাগকরতঃ যুদ্ধ কর। যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান হইয়া কষ্টে পড়িলেও কেন আমায় এরূপ কষ্ট দিতেছ, এরূপ না ভাবিয়া কেবল আমারই মতের (আদেশের) অনুগামী হয় তাহার সকল কর্ম্মবন্ধন বিমুক্ত হয়। যাহারা অসূয়াবশতঃ আমার মতানুসরণ না করে সেই সমস্ত অবিবেকী ব্যক্তি সমুদায় কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান বিরহিত ও বিনষ্ট হয়। জ্ঞানবানগণও আপনাপন প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; নিখিল প্রাণীমণ্ডলই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া কি করিবে। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

সকল ইন্দ্রিয়েরই আপনাপন অনুকূল ইন্দ্রিয় বিষয়ে অনুরক্তি এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব কদাচ তাহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ

পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা (আপনার ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর) স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর, কিন্তু পরধর্ম্ম নিতান্তই ভয়াবহ। অর্জ্জুন কহিলেন হে বৃষ্ণিবংশীয় কৃষ্ণ পাপাচরণে অনিচ্ছা থাকিলে কে পুরুষকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হয়। ভগবান কহিলেন, এই কাম এবং ক্রোধ উভয়ই রাজাজ্ঞা হইতে সমুদ্ভূত এবং দুষ্পূর এবং পাপে আবদ্ধ করে অতএব ইহাদিগকে মোক্ষ-পথের শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭।

যেরূপ অগ্নি ধূমে আচ্ছাদিত, আদর্শ (দর্পন) মলদ্বারা এবং গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয় সেই জ্ঞানও কামাদি দ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে। এই বিবেকজ্ঞান কামদ্বারা আবৃত হওয়ায় ভোগ সময়ে অজ্ঞানগণ কামকেই সুখের কারণ বলিয়া মনে করে কিন্তু পরিণামে ইহার শত্রুতা সম্যক উপলব্ধি করে। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীগণের জ্ঞানকেও আবৃত করিয়া রাখে ইহা তাহাদিগের চিরশত্রু এবং কোন মতেই কোন কালে পূর্ণ হয় না, সুতরাং অগ্নির ন্যায় সন্তাপকর। ইন্দ্রিয়সকল এবং মন ও বুদ্ধিকে ইহার আশ্রয় স্থান বলা যায়; এইগুলি দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত বা মুগ্ধ করিয়া অবশেষে দেহীকে বিমুগ্ধ করে। হে ভারতর্ষভ! সেইজন্য বলিতেছি তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই পাপকে বিনাশ কর। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

ইন্দ্রিয়গণ স্থূলদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বুদ্ধি মন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বুদ্ধিকে মন কহে কিন্তু এ স্থলে বুদ্ধি বলিতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একটী অস্থির অপরটী স্থির। কিন্তু এই বুদ্ধি হইতেও

যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা সেই পরমাত্মা। হে মহাবাহো! এইরূপে যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সেই আত্মাকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা মনকে স্থির করিয়া এই দুর্জ্জয় কামরূপ শত্রুর বিনাশ সাধন কর।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি সূর্য্যদেবকে পূর্ব্বকালে এই অব্যয় যোগ কহিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন। এই প্রকারে ইহা লোকপরম্পরায় অন্যান্য রাজা ও ঋষিমুনিগণও অবগত হইয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! কালক্রমে সেই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বহুকাল অতীত হওয়ায় এক্ষণে আর কেহ তাহা অবগত নহে। আমি অদ্য তোমায় সেই প্রাচীন যোগের বিষয় বলিলাম, তুমি আমার ভক্ত ও সখা সেই জন্য তোমার নিকট এই উৎকৃষ্ট রহস্য প্রকাশ করিলাম। অর্জ্জুন মনে করিলেন যে ইনি কিরূপে সূর্য্যদেবকে পুরাকালে যোগের উপদেশ দান করিলেন, তিনি মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া কহিলেন—সূর্য্যদেবের জন্মগ্রহণের বহুকাল পরে তুমি জন্মিয়াছ; অতএব আমি কি প্রকারে জানিব যে তুমিই তাঁহাকে অগ্রে এই যোগের কথা কহিয়াছিলে। ১। ২। ৩। ৪।

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কিম্বা আমি বহুবার পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে পরন্তপ! আমি সে সকলই অবগত আছি—কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। আমি জন্মরহিত অব্যয়াত্মক ভূতভাবন ঈশ্বর হইয়া আপনার প্রকৃতিকে আশ্রয়

করিয়া আত্মমায়ায় জন্মপরিগ্রহ করি। হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি হইতে থাকে, অধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় সেই সেই সময়েই আমি (মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া) আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিগ্রহণের জন্য এবং দুরাচারগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার এই অলৌকিক জন্ম কর্ম্মাদি স্বরূপতঃ অবগত হয় সে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিয়া আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। আমায় পরম কারুণিক জানিয়া অনেক ব্যক্তিই আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগকরতঃ কেবলমাত্র আমার প্রতিই চিত্তার্পণ করিয়া ও একমাত্র আশ্রয় জানিয়া জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যে যেরূপভাবে আমার উপাসনা করে হে পার্থ! মনুষ্যগণ নিয়ত সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। সকলেই যে মোক্ষার্থী হইয়া ভজনা করে তাহা নহে। কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত যাহারা দেবগণের উপাসনা করে তাহারা ইহলোকে কর্ম্ম জন্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯। ১০। ১১। ১২।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমিই এই বর্ণ বিভাগ করিলেও আমাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না এবং অব্যয় বলিয়া জানিবে। (গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ যথা—ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণী শমদমাদি তাঁহার কর্ম্ম, ক্ষত্রিয় সত্ত্বরজ প্রধান, শৌর্য্য ও যুদ্ধাদি তাহার কর্ম্ম, বৈশ্যগণ রজস্তমগুণ-প্রধান কৃষি বাণি-

জ্যাদি তাহাদিগের কর্ম্ম, এবং শূদ্রগণ তমগুণ-প্রধান উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাদিই তাহাদের কর্ম্ম)। কর্ম্ম সকল—আমাতে লিপ্ত হয় না আমারও কর্ম্মফলেচ্ছা হয় নাই। যে আমাকে এইরূপ জানিয়াছে আমার শিবমুর্ত্তি প্রভৃতি দেখিয়া যে ব্যক্তির নিরহঙ্কার হয় তাহার আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না; মোক্ষাভিলাষীগণ আমাকে এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছেন তাই বলিতেছি তুমিও প্রথমে সেই (প্রাচীনগণের ন্যায়) কর্ম্মই কর। কি কর্ম্ম, আর কিই বা অকর্ম্ম, বিবেকী ব্যক্তিগণও ইহাতে মোহিত হইয়াছেন; সেই জন্য বলিতেছি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সংসার হইতে মুক্তি পাইবে সেই কর্ম্মই তোমাকে বলিব। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

বিহিত কর্ম্মই বা কাহাকে কহে, অবিহিত কর্ম্মই বা কি এবং কর্ম্ম পরিত্যাগই বা কি এইগুলি বুঝিতে হইবে, কারণ কর্ম্মের গতি একান্ত দুর্জ্ঞেয়। কর্ম্ম করিলেও যিনি কর্ম্ম নাই বোধ করেন এবং কর্ম্ম না থাকিলেও যিনি কর্ম্ম আছে বিবেচনা করেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে সমর্থ। যাঁহার সমুদয় কর্ম্মই কামনা ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, বুধগণ তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন; তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্ব সময়েই তৃপ্তি বোধ করেন অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন না তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি কিছুই করেন না। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

যাঁহার কোন কামনা নাই, যিনি সংযতচিত্ত, যিনি সমুদয় পরিগ্রহই ত্যাগ করেন তিনি কেবল শরীরদ্বারাই কর্ম্ম করিয়া

থাকেন সুতরাং তাঁহাকে কোনরূপ পাপস্পর্শ হয় না। যিনি যদৃচ্ছা লাভেই সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণাদি পরস্পর বিপরীত গুণ অকাতরে সহ্য করেন যাঁহার মাৎসর্য্য নাই, যাঁহার সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়েই সমজ্ঞান তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন। যিনি অনাসক্ত ও মুক্ত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানেই অবস্থান করিতেছে, তিনি কোন কর্ম্ম করিলে তাঁহার সমুদয় কর্ম্মই বিলয় প্রাপ্ত হয় (তাঁহার কর্ম্মফল ভোগ থাকে না)। যাহাদ্বারা হোম করে তাহাও ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, অগ্নিও ব্রহ্ম, এবং যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, (কর্ত্তা ও ক্রিয়া উভয়ই ব্রহ্ম) সুতরাং কোন মতেই ফলাসক্তি থাকিতে পারে না; এইরূপ ব্রহ্মকর্ম্মে যাঁহার একাগ্রচিত্ত তিনি ব্রহ্মতেই গমন করেন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন, তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হন। ২১।২২।২৩।২৪।২৫।

অপর যোগীগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ সম্বন্ধীয় যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; অন্যান্য জ্ঞানী যোগীগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সমুদয় কর্ম্মাদি আহুতি দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারীগণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন এবং অন্য যোগীগণ শব্দাদি বিষয় ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ সমুদয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণবায়ুর কর্ম্ম পর্য্যন্ত জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন। সংশিতব্রত যতিগণ দানাদি দ্রব্যযজ্ঞ, চান্দ্রয়ণাদি তপযজ্ঞ, চিত্তবৃত্তির নিরোধাদি রূপ যোগযজ্ঞ, শ্রবণ ও মননাদি-দ্বারা বেদ জ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ কেহ পূরক করিয়া অধোগমনশীল অপান বায়ুতে উর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুর

আহুতি এবং অপরে উর্দ্ধগমনশীল প্রাণবায়ুতে অধোগমনশীল আপানবায়ুর আহুতি দিয়া থাকেন। প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তিগণ প্রাণ ও অপানবায়ু রোধ করিয়া থাকেন, অপর অপর যোগীগণ মিতাহারী হইয়া (দুইভাগ অন্ন দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, এক ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, অবশিষ্ট ভাগ শূন্য 'খালি' থাকিবে) প্রাণাদি সকলকেই আহুতি প্রদান করেন; কুম্ভকের সময় প্রাণ সমুদয় একীভূত হয়। এই যজ্ঞবিদগণের যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সমুদয় পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

হে কুরুসত্তম! যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না তাহাদের এই অল্পসুখ ইহলোকেই নাই পরলোক ত দূরের কথা; সাক্ষাৎ বেদবিহিত এবং বিস্তারিত এই প্রকারের বহুবিধ কর্ম্মযজ্ঞ অবগত হইয়া মুক্তিলাভ কর। হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ? সমুদয় কর্ম্মই জ্ঞানের অন্তর্ভূত অথবা সমুদয় কর্ম্মই অবশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত। হে অর্জ্জুন! প্রণিপাতপূর্ব্বক, 'এই সংসার কি, কি প্রকারেই বা এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব' ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন দ্বারা এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা সমস্ত অবগত হও। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

হে পাণ্ডব! যাহা জানিলে তুমি আর মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যাহা জানিলে আমায়, আপনাতে এবং সমস্ত ভূতমণ্ডলীতে একরূপই দেখিবে। যদি সমুদয় পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী হও তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে পাপসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে। হে অর্জ্জুন! যদি বল যে দুস্তর পাপসমুদ্রে নিমজ্জিতই

না হইলাম কিন্তু তাহাতে পাপ বিনাশের সম্ভাবনা কি! তদুত্তরে এই মাত্র বলি শুষ্ক কাষ্ঠ যেরূপ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয় সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিও সমুদায় কর্ম্মকেই ভস্মসাৎ করে। এই পৃথিবীতে জ্ঞানের ন্যায় আর কিছুই পবিত্র নহে; কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধি লাভ করিলে কালে আপনিই আত্মজ্ঞানলাভ হয়। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, তিনিই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া এবং শ্রদ্ধার সহিত সাধনা করিলে জ্ঞান লাভ করিয়া সেই ব্যক্তি অচিরেই শান্তি প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি অজ্ঞ, যাহার শ্রদ্ধা নাই যে আত্মসন্দিগ্ধ সে সর্ব্বপ্রকারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তির কি ইহলোক কি পরলোকে সুখলাভ ঘটে না। হে ধনঞ্জয়! (আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে দুই প্রকার ব্রহ্ম নিষ্ঠার কথা বলিয়াছি)। যিনি পরমেশ্বর আরাধনা রূপ কর্ম্মেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন অথবা জ্ঞান দ্বারা সকল সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্ম্ম সকল বদ্ধ করে না। হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! তাই বলিতেছি এই অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া এক্ষণে যুদ্ধের নিমিত্ত গাত্রোত্থান কর। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

পঞ্চম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ভগবান কহিলেন—কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মযোগই কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা বিশিষ্ট

অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। হে মহাবাহো! যদি বল কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ হইল কিরূপে? তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তির কিছুতেই দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, রাগ দ্বেষাদি বিহীন হইয়া যিনি ঈশ্বরের জন্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন—সে ব্যক্তি ত সকল সময়েই এমন কি কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী, তিনি রাগ দ্বেষাদিশূন্য হইয়া অনায়াসেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন। বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোকেই বলিয়া থাকে জ্ঞান-যোগ (সন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগে প্রভেদ আছে কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না, একটীর সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে উভয়েরই ফল লাভ হয়। ১। ২। ৩। ৪।

সন্ন্যাসীগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্ম্মযোগের দ্বারাও সেই স্থানই যাওয়া যায়। যে ব্যক্তি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়কে একই দেখিয়া থাকেন তিনিই সম্যক্ দেখিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস অবলম্বনের চেষ্টা দুঃখেরই কারণ, কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ অচিরেই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন। যিনি যোগযুক্ত সুতরাং বিশুদ্ধচিত্ত, যাঁহার শরীর বশীভূত কেননা যিনি সংযতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতের আত্মাকেই যিনি আপনার আত্মার ন্যায় বিবেচনা করেন তিনি লোক সংগ্রহার্থই হউক অথবা স্বাভাবিকই হউক কোনরূপ কর্ম্ম করিলে তাহাতে কিন্তু লিপ্ত হন না। তত্ত্ববিৎ কর্ম্মযোগীগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিশ্বাস প্রশ্বাস, প্রলাপ, পরিত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষু উন্মীলন ও নিমীলন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়গণই করিতেছে আমি কিছুই করি নাই মনে করেন। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯।

পদ্মপত্রের উপরি জল থাকিলেও তাহা যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া নিরাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিলেও তাহাতে পাপ লিপ্ত হয় না। কর্ম্মযোগীগণ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত অনাসক্ত ভাবে অভিনিবেশ বিহীন হইয়া শরীর, মন, বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগীগণ একমাত্র পরমেশ্বরের প্রতিই চিত্তার্পণ করিয়া কর্ম্মফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কামনাযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি থাকায় কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হন। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মনোমধ্যে সমুদয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট দেহপুরে অবস্থান করিয়া কর্ম্মও করেন না, কর্ম্মে প্রবৃত্তও করেন না। ১০। ১১। ১২। ১৩।

পরমেশ্বর জীবগণের কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কর্ম্মফলের সংযোগেরও সৃষ্টিও করেন নাই কিন্তু অবিদ্যারূপ জীবের স্বভাবই তাহাকে সেই সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে; জগদীশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। জীবগণের জ্ঞান অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়ায় তাহারা মোহিত হয় কিন্তু যাহাদিগের অজ্ঞানতা আত্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় তাহাদিগের আদিত্য-সঙ্কাশ পরিপূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রকাশিত হয়; কেবল মাত্র তাঁহাতেই যাহাদিগের বুদ্ধি, তাঁহাতেই আত্মা, তাঁহাতেই নিষ্ঠা এবং তিনিই একমাত্র গতি, তাঁহারাই জ্ঞানদ্বারা নির্দ্ধৌত পাপ হইয়া পুন-রায় আর জন্ম পরিগ্রহ করেন না অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হন। ১৪। । ১৫। ১৬। ১৭।

বিদ্যা ও বিনয়াদি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকেও পণ্ডিতগণ সমদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন; যাঁহা-

দিগের মন সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত তাঁহারা ইহকালেই স্বর্গ-জয় করিয়াছেন, কারণ, ব্রহ্ম নির্দ্দোষ এবং সর্ব্বথা একইভাবে আছেন অতএব সমদর্শীরাও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠেন এবং অপ্রিয় ঘটিলেও বিরক্ত হন না; কারণ, তিনি স্থিরবুদ্ধি ও বিমোহিত না হইয়া সতত ব্রহ্মেই অবস্থান করেন। বহিরিন্দ্রিয় বিষয়ে অনা-সক্ত চিত্ত হইয়া যিনি আপনাতেই সুখবোধ করেন তিনি এই প্রকার সুখলাভ করিয়া সমাধিযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখলাভ করেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

সংস্পর্শ হইতে যে সকল সুখ অনুভূত তাহা দুঃখেরই কারণ। হে কৌন্তেয়! তাহা পূর্ব্বেও ছিল না এবং পরেও থাকিবে না অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে সমাসক্ত হন না। যে ব্যক্তি শরীর ত্যাগের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয় সেই যথার্থ সুখী; কেবল কামক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে পারিলেই যে মোক্ষলাভ হইবে তাহা নহে, যিনি অন্তরেই সুখী, আত্মাতেই আরাম এবং যাঁহার অন্তরেই দৃষ্টি অথবা অন্তরেই ব্রহ্মজ্যোতি তিনি ব্রহ্মতেই অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মতেই লয় প্রাপ্ত হন। যে সকল ব্যক্তি পাপ ক্ষয় করিয়াছেন, দ্বিধাভাব ত্যাগ করিয়াছেন, আমাকে বশীভূত করিয়াছেন এবং নিখিল প্রাণীমণ্ডলেয় হিতে রত সেই যথার্থ-দর্শীগণ মুক্তিলাভ করেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

কাম এবং ক্রোধবিহীন সন্ন্যাসী এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ কেবল যে মৃত্যুর পরই মোক্ষলাভ করেন এরূপ নহে, জীবিত অব-স্থাতেও জীবন্মুক্ত রূপে বিদ্যমান থাকেন। রূপ রসাদি বিষয়

সকল মন বইতে বহিষ্কৃত করিয়া ভ্রুযুগলের মধ্যে দৃষ্টিসংস্থাপন করিয়া (ভ্রূমধ্যে চ মনোস্থানং অর্থাৎ ভ্রূমধ্যেও মনের স্থান ইতি পাতঞ্জলদর্শন) নাসিকাভ্যন্তরগামী প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়কে সমভাবাপন্ন করিয়া ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিসংযত করিয়া যে মোক্ষপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করেন তিনি জীবন্মুক্ত। ইন্দ্রিয়সংযমমাত্রেই যে মুক্তিলাভ হইবে এরূপ নহে; যে সকল মানব আমাকেই যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, একমাত্র সকলের প্রভু এবং সমুদয় প্রাণীমণ্ডলীর সুহৃদ বলিয়া অবগত হন তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন—যিনি কর্ম্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; কেবল নিরগ্নি বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই যোগী বা সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। হে অর্জ্জুন! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যাহাকে সন্ন্যাস বলে তাহাকেই যোগ বলে; সংকল্প পরিত্যাগ না করিলে কোন মতেই যোগী হওয়া যায় না। যাবজ্জীবন যে কর্ম্ম যোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে তাহা নহে; যাঁহারা জ্ঞানযোগ আরোহণ করিতে চাহেন কর্ম্মই তাঁহাদের আরোহণের কারণ; আবার জ্ঞানযোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মবিক্ষেপই কারণ রূপে কথিত হয়। যোগারূঢ় ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ শ্রবণ কর—যে ব্যক্তি যে

সময়ে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও ইন্দ্রিয়সাধন বিষয়ে অনাসক্ত থাকে তাহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়। ১। ২। ৩। ৪।

বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিও না কারণ আপনার মনই অনাসক্ত হইলে আপনার বন্ধু, এবং আসক্ত হইলে আপনার শত্রু হয়। কিরূপ আত্মা আপনার বন্ধু এবং কিরূপ আত্মাই বা আপনার শত্রু তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—সেই আত্মাই আপনার বন্ধু যাহা দ্বারা আত্মাকে জয় করা যায় এবং সেই আত্মাই আমার শত্রুরূপে কার্য্য করে যে আত্মাকে জয় করিতে পারে না। কেবল জিতাত্মা রাগদ্বেষাদি রহিত ব্যক্তির আত্মাই শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ বা মানাপমানে পরমাত্মায় সমাহিত থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর পরায়ণ থাকে, তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা যায়। যাহার আত্মার জ্ঞান বা বিজ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্ব্বিকার সুতরাং বিজিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং কাঞ্চনে সমদর্শী; তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহার সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু এবং পাপেতেও সমদৃষ্টি। এই সকল গুলি যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ। এক্ষণে সে কি কি করে তাহাও বলিতেছি—যোগী ব্যক্তি একাকী নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিয়া আত্মা ও মনঃসংযম করতঃ নিরাকাঙ্ক্ষ ও অপরিগ্রাহী হইয়া সতত যোগাচরণ করিবে। পবিত্র স্থানে কুশ বিস্তৃত করিয়া তদুপরি বস্ত্র বা ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি বিস্তৃত করিয়া অনতি উচ্চ—অনতি নিম্ন, স্থিরভাবে উপবেশন করা যাইতে পারে, এইরূপ আসন প্রস্তুত করিয়া (পাতিয়া) সংযতচিত্ত এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি একাগ্র মনে সেই আসনে উপবেশন

করতঃ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগাভ্যাস করিবে। শরীর, মস্তক এবং গ্রীবা ঋজু ভাবে রাখিয়া অচল ভাবে অবস্থিতি করিয়া অন্যান্য দিক হইতে দৃষ্টিকে প্রত্যাহৃত করিয়া (ফিরাইয়া আনিয়া) আপনার নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতে থাকিবে। যোগাসনে বসিয়া ঋজুভাবে বসিবার উদ্দেশ্য এই যে মূলাধার হইতে সহস্রবার পর্য্যন্ত স্থান যেন বক্র না থাকে। ৫। ৬। ৭। ৮। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩।

প্রশান্তাত্মা, নির্ভীক, ব্রহ্মচারী, মনঃসংযম করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাতেই চিত্তার্পণ করিবে। যোগী এইরূপে মনঃসংযম করিয়া আমাতেই লীন হইয়া, পরম নির্ব্বাণ পদ ও শান্তিলাভ করে; অথবা পরমনির্ব্বাণ রূপ শান্তি প্রাপ্ত হন এবং আমার রূপে অবস্থান করিতেও সমর্থ হয়। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অধিক বা নিতান্ত অল্প ভোজন করে অধিক বা অল্পক্ষণ নিদ্রা যায় তাহার সমাধি হয় না। যিনি নিয়মিত রূপে আহার বিহার ও কর্ম্ম চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং নিয়মিত রূপেই নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন তাঁহার সর্ব্বদুঃখাপহারী সমাধি লাভ হইতে পারে। যে সময়ে বশীভূতচিত্ত সর্ব্বকামনায় স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তখন তাহাকে যোগযুক্ত বলা যায়। নির্ব্বাত প্রদেশে দীপশিখা যেরূপ নিষ্কম্প ভাবে থাকে সংযতমনা যোগীগণের মনও আত্মযোগানুষ্ঠান সময়ে তদ্রূপ অচঞ্চল ও স্থির থাকে। চিত্ত যে সময়ে যোগসেবা দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় পরিশুদ্ধান্তঃকরণ কেবল মাত্র আত্মাকেই অবলোকন করে, দেহাদি স্থূলশরীর জ্ঞান থাকে না—তখন

কেবলমাত্র আত্মাকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

যে অবস্থায় অপূর্ব্ব এক আত্যন্তিক নিত্য সুখলাভ করা যায়, ইন্দ্রিয়গণের সহিত সে সুখের কোন সম্পর্কই নাই, সে সুখ কেবল মাত্র বুদ্ধি ও আত্মাতেই উপলব্ধি করা যায়, যে অবস্থায় আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত করে না। যাহাকে লাভ করিলে অপর লাভকে লাভ বলিয়াই বোধ হয় না, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মহাদুঃখও বিচলিত করিতে পারে না; তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। এই অবস্থায় সংযোগবিয়োগাদি জনিত কিছুমাত্র দুঃখ হইবে না। যদিও তাহা শাস্ত্র এবং আচার্য্যমুখে উপদেশ পাইয়া শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে না তথাপি যত্নের ত্রুটি না করিয়া, নিরাশ না হইয়া দৃঢ়মনে অভ্যাস করিবে। সংকল্পাত্মক কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং মন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে বিশেষ-রূপে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে যোগাভ্যাস করিবে। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

ধীর বুদ্ধিসহকারে মনকে আত্মায় স্থাপনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত করিয়া অপর কিছুরই চিন্তা করিবে না। চঞ্চল অস্থির মন, যে যে বিষয়ে ধাবমান হইবে তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মবশে আনিতে হইবে, সেই প্রশান্তচিত্ত, রজোগুণবিহীন (শুদ্ধ সত্বগুণসম্পন্ন) ব্রহ্মতুল্য এবং নিষ্পাপ যোগী পরমসুখ প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে সর্ব্বদা মন বশীভূত করিয়া বিগতপাপ যোগী সেই অবিদ্যানাশক

ব্রহ্মসংস্পর্শে অনায়াসে পরম সুখী হন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি নিখিল প্রাণীমণ্ডলীতেই আপনারে—আত্মাতেই নিখিল প্রাণীমণ্ডলী অবলোকন করেন। যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পান এবং সকলই আমাতে আছেন দেখিতে পান আমি তাহার নিকট অদৃশ্য হই না এবং সেও আমার অদৃশ্য থাকে না। যে কেহ অদ্বিতীয় ভাবে একমাত্র আমাকেই সর্ব্বভূতস্থিত জানিয়া ভজনা করে সেই যোগী যে কোন প্রকারেই থাকুক না কেন আমাতেই অবস্থান করে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আপন উপমানুযায়ী সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি রাখেন (অর্থাৎ আপনার সুখ দুঃখাদি যেরূপ প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ করেন অপরেরও তদ্রূপ বোধ করেন) সেই যোগীই আমার মতে শ্রেষ্ঠ। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

অর্জ্জুন কহিলেন হে মধুসূদন! তুমি যে সাম্যযোগের কথা বলিলে তাহা আমার চিত্তচাঞ্চল্য হেতু দীর্ঘকাল মনে থাকিবে না। হে কৃষ্ণ! মন বড়ই চঞ্চল এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্ষোভকর, অত্যন্ত বলবান এবং দৃঢ়; বলবান দৃঢ় বলিবার তাৎপর্য্য এই, বিচার দ্বারা সহজে জয় করা যায় না বিষয় বাসনার একান্ত আসক্ত তাই বলিতেছি বায়ুকে রোধ করা যেরূপ দুষ্কর, মনের নিগ্রহও তদ্রূপ দুষ্কর। ৩৩। ৩৪।

ভগবান্ কহিলেন—হে মহাবাহো! মনকে নিগৃহিত করা যে একান্ত কঠিন তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি? কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহারও নিগ্রহ করা যায়; যাহাদিগের আত্মা বশীভূত নহে, তাহাদিগের পক্ষে ইহা

আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি প্রদান করে, শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের সেই সকল উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করি। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা করিবে, যাহা আহার করিবে, যাহা দ্বারা হোম করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপ করিবে, সে সকল আমাকেই সমর্পণ করিবে এই প্রকারে শুভাশুভ ফল ও কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; কর্ম্ম সকল আমার প্রতি সমর্পণ রূপ যোগযুক্তাত্মা হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সকল ভূতই আমার পক্ষে সমান, কেহই প্রিয় বা দ্বেষ্য নহে, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে তাহারা আমাতে এবং আমি তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

অতি দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্তে যদি আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকেও সাধু বলা যায়; কেননা তাহার এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসনীয়; হে কৌন্তেয়! যদি বল উৎকৃষ্ট বিষয়ে অধ্যবসায় মাত্রেই কি সেই দুরাচারী সাধু হইল? তাহা নহে; কিন্তু অত্যন্ত দুরাচার হইলেও আমার ভজনা করিলে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মক নিত্য শান্তিলাভ করে। তুমি নিশ্চয় জানিবে আমার ভক্তের বিনাশ নাই। হে পার্থ! আমার প্রতি ভক্তের শক্তির কথা অধিক আর কি কহিব—দুষ্কর্ম্মবশতঃ সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। যে সকল পাপযোনিগণ কেবল কৃষ্যাদি কার্য্যেই রত, তাহারাও স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি অধ্যয়নাদি রহিত হইয়াও আমার সেবা করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সুকৃতিবশে ব্রাহ্মণ, ভক্তিমান রাজর্ষি প্রভৃতিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের ত কথাই

নাই। তাই বলিতেছি তুমি এই অনিত্য অসুখকর মর্ত্তলোকে রাজর্ষি দেহ প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজনা কর। ৩০।৩১।৩২।৩৩।

আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও এবং আমাকে নমস্কার কর; মৎপরায়ন হইয়া এবম্প্রকারে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে লাভ করিতে পারিবে। ৩৪।

দশম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি পুনরায় আমার এই পরম বাক্য সকল শ্রবণ কর। আমার বাক্যামৃত পানে তোমাকে পরম পরিতুষ্ট দেখিতেছি; তোমার হিতকামনায় যাহা যাহা বলিব শ্রবণ কর: আমি জন্মমরণ রহিত বলিয়া দেবগণ কিম্বা মহর্ষিগণও আমার আবির্ভাব অবগত নহে, কারণ আমি সর্ব্বপ্রকারেই দেব ও মহর্ষিগণের আদি অর্থাৎ আমিই দেব ও মহর্ষি প্রভৃতির বুদ্ধ্যাদিরূপে অবস্থান করিতেছি; আমার অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই আমাকে অবগত হইতে সক্ষম নহে। যে ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকেশ্বর বলিয়া অবগত হন তিনি এই মর্ত্ত্যধাম বিমোহিত না হইয়া সমুদয় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, ক্ষমা, সত্য, শম, দম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয় এবং অভয়, অহিংসা, মমতা তুষ্টি, তপ, দান, যশ এবং অযশ, জীবগণের এই সকল পৃথক পৃথক ভাব আমা হইতেই হইয়াছে। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত এবং সনকাদি অন্য চারিজন মহর্ষি এবং মনুগণ হিরণ্য গর্ভরূপে আমারই মনের সঙ্কল্প মাত্রেই উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের হইতেই এই প্রজা সকল (পুত্র পৌত্রাদি বংশ বিস্তার) জন্মগ্রহণ করিয়াছে আমার এই সকল বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যিনি স্বরূপতঃ অবগত আছেন তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করেন ; এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই, আমা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আমিই সকলের বুদ্ধি প্রভৃতির প্রবর্ত্তক ; বুধগণ ইহা অবগত হইয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে এইরূপেই আমার ভজনা করে, আমার প্রতিই চিত্ত ও প্রাণ সমর্পন করিয়া পরস্পর আমারই নামকীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ ও শান্তি অনুভব করে। ৬। ৭। ৮ ৯।

যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রীতিপূর্ব্বক এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিরূপ উপায় (পথ) প্রদান করি ; আমার ভক্তগণ সেই পথালম্বন করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ; তাহাদিগকে অনুগ্রহার্থ আমি তাহাদিগের বুদ্ধিতে অবস্থান করতঃ তেজোময় জ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করি। অর্জ্জুন কহিলেন—আপনি পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরমপবিত্র, পরমপুরুষ ; আপনি নিত্য, দিব্য, আদিদেব, অজ এবং বিভূ ; সমুদয় ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, এবং অসিত, দেবল, ব্যাসদেব প্রভৃতি সকলেই আপনাকে এইরূপ বলিয়াছেন এবং স্বয়ং সেইরূপই বলিতেছেন। ১০। ১১। ১২। ১৩।

হে কেশব ! আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিলেন সকলই সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি ; হে ভগবান ! আপনার কি জন্য আবির্ভাব, দেব বা দানব কেহই অবগত নহে ; হে ভূতভাবন !

হে ভূতেশ ! হে দেব দেব ! হে জগৎপতে ! হে পুরুষোত্তম ! আপনি কেবল স্বয়ংই আপনাকে অবগত আছেন। আপনি যে বিভূতি দ্বারা জগৎসংসার ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন সেই দিব্য আত্মবিভূতি সকল সবিশেষ বলুন। হে যোগিন্ ! আমি কিরূপ চিন্তা করিয়া আপনাকে জানিতে পারিব ? এবং কোন্ কোন্ পদার্থেই আপনার চিন্তা করিব। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

হে জনার্দ্দন ! আপনি সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি বিভূতি বিস্তারিতরূপে পুনর্ব্বার বর্ণন করুন। আপনার বাক্যামৃত পানে আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না ; ভগবান কহিলেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! অসংখ্য বিভূতির অন্ত নাই—তবে তোমার নিকট প্রধান প্রধান দিব্য আত্মবিভূতি সকল বলিব। হে বিজিতনিদ্র ! আমিই আত্মা এবং সর্ব্বভূতেই অবস্থান করিতেছি, আমিই ভূতগণের আদি, মধ্য এবং অন্ত, আমিই আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতি পদার্থের মধ্যে মরীচিমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রমা। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

আমি বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে বাসব, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চৈতন্যরূপে অবস্থান করি ; রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, আমিই যক্ষরক্ষের মধ্যে ধনপতি কুবের, বসুদিগের মধ্যে পাবক, পর্ব্বত সকলের মধ্যে সুমেরু। হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে ; আমিই সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সকলের মধ্যে সাগর, আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঁকার, যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থ সকলের মধ্যে হিমালয়। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

আমি বৃক্ষ সকলের মধ্যে অশ্বত্থ এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ; অমৃতপ্রাপ্তির জন্য ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে উচ্চৈঃশ্রবা নামক যে হয়রত্ন উত্থিত হয়, অশ্ব সকলের মধ্যে আমিই সেই উচ্চৈঃশ্রবা, উৎকৃষ্ট গজসমূহের মধ্যে ঐরাবত এবং মানবগণের মধ্যে মনুজেশ্বর, অস্ত্র সকলের মধ্যে বজ্র, ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু, প্রজা উৎপত্তির নিমিত্তই আমি কন্দর্প এবং সর্পকুলের মধ্যে বাসুকী ; আমিই বিষহীন সর্পকুলের মধ্যে অনন্ত, জলচরদিগের মধ্যে জলাধিপ বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং সংযমীদিগের মধ্যে যম। ২৬—৩২।

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকর্ত্তা (অথবা শাসন কারী) দিগের মধ্যে কাল, পশুগণের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষি-গণের মধ্যে বিনতানন্দন গরুড় ; পাবয়িতা (অথবা বেগগামী) দিগের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম, মৎস্যদিগের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীদিগের মধ্যে গঙ্গা। হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, অন্ত এবং মধ্য ; বিদ্যাসকলের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, বাদ জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে বাদ। আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কাল সকলের মধ্যে অনন্ত-প্রবাহ অনন্তকাল এবং কর্ম্মফল বিধাতাগণের মধ্যে সর্ব্বকর্ম্মফল বিধাতা ; আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, ভাবী পদার্থের উৎপত্তির কারণ এবং নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি সপ্ত দেবতারূপিণী ; সামবেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দসকলের মধ্যে গায়ত্রী ; মাস সকলের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুগণের মধ্যে কুসুমাকর বসন্তঋতু ; আমিই ছলনাকারী-

দিগের দ্যূত, আমিই তেজস্বীদিগের তেজ, আমিই জয়, ব্যবসায় এবং সাত্বিকদিগের সত্বগুণ; বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমিই ধনঞ্জয়; মুনিগণের মধ্যে আমিই ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র। ৩৩—৩৭।

আমি দমনকারীগণের দণ্ড, আমি জিগীষুগণের নীতি, গুহ্য সকলের মৌন এবং জ্ঞানীগণের জ্ঞান; হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্ব-ভূতের আদিকারণ বীজস্বরূপ তাহা আমিই, যাহা আমি নহি এরূপ ভূত নাই; হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিসকল অনন্ত; এইজন্যই আমার বিস্তৃত বিভূতির সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীমান বা সম্পত্তি এবং কোনরূপ প্রভাবাদি গুণযুক্ত সেই সেই পদার্থ আমারই তেজোংশসম্ভূত জানিবে। হে অর্জ্জুন! অথবা আমার বিভূতি সকল পৃথক পৃথক রূপে জপিবার আবশ্যকতা কি? আমি একাংশ মাত্রে এই জগৎসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। ৩৮—৪২।

একাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে সকল গুহ্য আত্মানাত্মবিবেক সম্বন্ধীয় বাক্য সকল বলিলেন তদ্দারা আমার মোহ অপনীত হইয়াছে। হে পদ্মপলাশ-লোচন! আমি আপনার নিকট ভুতসকলের উৎপত্তি, প্রলয় এবং আপনার অক্ষয় মাহাত্ম্যও বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিলাম। হে পুরুষোত্তম! আপনি যাহা যাহা বলিলেন সেই সেই বিষয়ে

আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই ; কিন্তু আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইতেছে যে, আপনার অনন্তরূপের কথা যেরূপ বলিলেন তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো ! যদি আমাকে ঐরূপ দেখিতে সমর্থ বিবেচনা করেন তাহা হইলে হে যোগেশ্বর ! আমায় সেই নিত্য রূপ প্রদর্শনে কৃতার্থ করুন। ১—৪।

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ ! আমার নানাবিধ, দিব্য এবং নানাবর্ণাকৃতির শত শত সহস্র সহস্র রূপ সন্দর্শন কর। হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয় ! আদিত্য, বসুগণ ও রুদ্র সকলকে অবলোকন কর ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ সকল এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব বিরাট দেহে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রূপ অবলোকন কর। হে গুড়াকেশ ! চরাচর সমস্ত জগৎ একমাত্র আমার দেহেই একত্রে অবস্থান করিতেছে ; যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় দেখ। তুমি এই চক্ষু দ্বারাই আমার সমুদয় রূপ সন্দর্শনে সক্ষম হইবে না, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতেছি, এই যোগৈশ্বর্য্য সকল অবলোকন কর। ৫—৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র ! মহাযোগেশ্বর হরি এই বলিয়া পার্থকে আপনার ঐশ্বরিক রূপ দেখাইয়াছিলেন। সেইরূপে অসংখ্য মুখ এবং চক্ষু অনেক অত্যদ্ভুতদর্শন ছিল। উহা অসংখ্য দিব্যাভরণভূষিত এবং অসংখ্য দিব্যায়ুধধারী। দিব্য মাল্যাম্বরধারী, দিব্য গন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, বিশ্বতোমুখ (সর্ব্বত্র মুখ যাঁহার) অনন্ত দেবকে দেখিলেন। যদি যুগপৎ সহস্র সূর্য্য আকাশে সমুদিত হয় তথাপি সেই মহাত্মার তেজঃপ্রভাবের কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে। ৯—১২।

অর্জ্জুন সেই সময় সেই দেবদেবের শরীরে বহুধা বিভক্ত সমগ্র জগৎকে একত্র অবলোকন করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে, পুলকিত হইয়া মস্তক অবনত করতঃ প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। হে দেব! আমি আপনার দেহে সমুদয় দেবতাকেই দেখিতেছি; জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, এবং উদ্ভিজ্জাদি সমস্ত জীবসঙ্ঘ দেখিতেছি, পদ্মাসন ব্রহ্মা, দিব্য মহর্ষিগণ ও তক্ষকাদি উরগ সকলকেও দেখিতেছি। হে বিশ্বেশ্বর! আমি আপনার অসংখ্য বাহু, উদর, নেত্র এবং মুখ যুক্ত অনন্ত রূপ চতুর্দ্দিকেই নিরীক্ষণ করিতেছি—কিন্তু আদি, অন্ত বা মধ্য কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ১৩—১৬।

আপনি কিরীটিধারী, গদাবান ও চক্রধারী; আপনার তেজোরাশি সর্ব্বত্রই প্রদীপ্ত প্রভায় প্রভাসিত। প্রদীপ্ত অনল কিম্বা সূর্য্যের দিকে যেরূপ দৃষ্টিপাত করা যায় না আপনার এই প্রদীপ্ত বিভাও তদ্রূপ। আমি আপনার এইরূপ দুর্নিরীক্ষ্য ও অপ্রমেয় রূপ দেখিতেছি। আপনিই পরম ব্রহ্ম, আপনিই মুমুক্ষুদিগের জ্ঞাতব্য; আপনিই এই বিশ্ব সংসারের একমাত্র প্রধান আশ্রয়; আপনি অব্যয় এবং সনাতনধর্ম্মের রক্ষয়িতা এবং পালক, আমি বুঝিয়াছি আপনিই পরম পুরুষ। আপনার আদি, মধ্য এবং অন্ত নাই; আপনার অসংখ্য বাহু; চন্দ্র সূর্য্য আপনার যুগল নেত্র স্বরূপ। আপনি স্বকীয় তেজে এই বিশ্ব সংসারে তাপ প্রদান করিতেছেন। আপনার মুখে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় প্রভা প্রকাশ পাইতেছে; আপনি একক হইয়া স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দিক সকল ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন; হে মহাত্মন! আপনার এবম্বিধ উগ্র অত্যদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

এই সুরগণ ভীতচিত্তে আপনার শরণ লইতেছে, কেহ কেহ ভীত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দূর হইতেই "জয় জয় রক্ষ রক্ষ" বলিয়া, মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ "স্বস্তি" বলিয়া আপনার স্তবপাঠ করিতেছেন। রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, মরুদ্গণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছে। হে মহাবাহো! আপনার বহু বক্ত্র নেত্র, বহু হস্তপদাদিযুক্ত, বহু উদরবিশিষ্ট এবং বহু সংখ্যক দন্ত দ্বারা ভীষণ আকৃতি দর্শন করিয়া লোকসকল এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইতেছি। হে বিভো! আপনার বিবিধ বর্ণসম্পন্ন তেজোময় মূর্ত্তি নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। আপনার প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র এবং বিবৃতানন দর্শন করিয়া আমার আত্মা ব্যথিত হইতেছে; কোনরূপে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

আপনার কালানল তুল্য দীপ্তিমান্ দংষ্ট্রাকরাল মুখ সকল সন্দর্শন করিয়া এমন কি আমি দিঙনির্ণয় করিতেই পারিতেছি না, কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারিতেছি না; হে জগন্নিবাস! হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হউন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ অপরাপর রাজগণের সহিত এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ সকলেই ধাবমান হইয়া সত্বর ঐ দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখ সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণীকৃত এবং কেহ কেহ আপনার দন্ত সন্ধিতে সংলগ্ন বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। যেরূপ নদীসকল বিভিন্ন মুখগামিনী হইয়া সমুদ্রাভিমুখেই গমন করতঃ তাহাতে প্রবেশ করে তদ্রূপ

এই মনুষ্যলোকের বীরগণ সকলেই আপনার ঐ প্রদীপ্ত মুখ-মধ্যেই প্রবেশ করিতেছে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

যেরূপ বিনষ্ট হইবার জন্যই পতঙ্গগণ প্রবলবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে তদ্রূপ মানবগণও শলভবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক মরণের নিমিত্তই সবেগে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে। হে বিষ্ণো! আপনি প্রজ্জ্বলিত বদন বিস্তার করিয়া এই সমস্ত লোককেই গ্রাস করিতেছেন এবং আপনার প্রদীপ্ত তেজে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত হইতেছে। আপনি কে অনুগ্রহ করিয়া বলুন অর্থাৎ আপনাব কি মূর্ত্তি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব। প্রসন্ন হউন, হে অনাদিপুরুষ। আমি আপনার বিষয় কিছুই জানি না, সুতরাং জানিতে ইচ্ছা করি। ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন। আমি লোকসংহারক কাল, লোকসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্মদ্রোণাদি যে সকল প্রতিপক্ষ যোদ্ধা যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন সকলেই বিনষ্ট হইবে তাই বলিতেছি তুমি গাত্রোত্থান কর, যশোলাভ কর, শত্রু সংহার করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্যোপভোগ কর। হে সব্যসাচিন্। আমিই ইতিপূর্ব্বে ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি, তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও। দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে আমি নিহত করিয়াছি, অতএব তুমি জয়ী হও, ভীত হইও না। যুদ্ধ কর, যুদ্ধস্থলে বিপক্ষগণের উপরি জয়লাভ কর। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩

সঞ্জয় কহিলেন (ধৃতরাষ্ট্রকে) কৃষ্ণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুন কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে অত্যন্ত ভীতচিত্তে গদগদ-বাক্যে কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া এইরূপ কহিলেন—

হে হৃষীকেশ। আপনার যখন এবম্বিধ অত্যদ্ভুত প্রভাব, তখন আপনার মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনে যে কেবলমাত্র আমিই আনন্দিত হইব তাহা নহে—সমগ্র জগতই আপনার মাহাত্মসংকীর্ত্তনে পরমানন্দ লাভ করে এবং একান্ত অনুরক্ত হয়; রাক্ষসেরা সভয়ে দিগদিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধগণ নমস্কার করে; ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে বরং ইহাই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। হে মহাত্মন্। হে অনন্ত! হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস! কেনই বা সকলে আপনাকে নমস্কার না করিবেন? কারণ আপনি ব্রহ্ম হইতে গরীয়ান্ এবং তাঁহারও কর্ত্তা- কেন না ব্রহ্ম জগতের জনক হইলেও আপনি বক্তা এবং অবক্ত্য উভয়েরই মূলকারণ, যাহা অক্ষয় ব্রহ্ম তাহা আপনিই। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

আপনি আদিদেব, পুরাণপুরুষ, আপনিই এই বিশ্বের একমাত্র প্রধান আশ্রয়, আপনিই বেত্তা এবং বেদ্য আপনিই পরম ধাম এবং আপনিই এই সংসারে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তাই বলিতেছি সকলে কেন আপনার নমস্কার না করিবে? আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং লোক প্রপিতামহ ব্রহ্ম আপনাকে সহস্র সহস্র নমস্কার। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেও পুনর্ব্বার নমস্কার। আপনার সম্মুখ দিকে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার; আপনি সকল দিকেই আছেন সুতরাং সকল দিকেই নমস্কার। আপনি অনন্তবীর্য্য এবং অমিতবিক্রমী সংসারে, অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত আছেন বলিয়া আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ কহে। আমি আপনার এই মহিমা অবগত না হইয়া প্রমাদবশতঃ অথবা প্রণয়েরই জন্য সখা ইত্যাদি বলিয়া যাহা যাহা বলিয়াছি অথবা হে অচ্যুত! পরোক্ষে বা

প্রত্যক্ষে, বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনাদির সময়ে পরিহাসের জন্য যে সকল তিরস্কার বা অযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি তৎসমুদায় ক্ষমা করুন। হে কৃষ্ণ। আপনি চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু এবং গুরু হইতেও গুরুতর। ত্রিলোক মধ্যে আপনার সমান আর কেহই নহে। অধিকত দূরের কথা, আপনার তুল্য আর কাহারও প্রভাব দৃষ্ট হয় না। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

অতএব আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক ত্রিজগৎ পূজ্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি প্রসন্ন হউন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। পিতা যেরূপ পুত্রকৃত অপরাধ গ্রহণ করেন না অথবা সখা যেরূপ সখার অপরাধ গ্রহণ করেন না অথবা স্বামী যেরূপ প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, আপনি তদ্রূপ মৎকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। ৪৩। ৪৪।

আপনার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমি হৃষ্টও হইয়াছি এবং আমার মন বড়ই ব্যথিত বা ভীতও হইয়াছে। অতএব হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। প্রসন্ন হউন আমায় সেই রূপ প্রদর্শন করুন। পূর্ব্বে যেরূপ কিরীটধারী, গদা ও চক্রধারী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহো। হে বিশ্বমূর্ত্তি। এই বিশ্বরূপ উপসংহৃত করিয়া সেইরূপ সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটি ধারণ করুন। ৪৫। ৪৬।

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া আশ্রয় করতঃ তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্যরূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আর কাহা

দুষ্প্রাপ্য কিন্তু যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক আত্মাকে বশীভূত করেন তিনি কি যথাযথ উপায়ে উক্ত যোগাভ্যাসে সমর্থ হয়েন? অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান অথচ যাহার যত্ন নাই তাহার মন যোগ হইতে বিচলিত হইলে যোগে সিদ্ধি লাভ না করিয়া সে ব্যক্তি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? হে মহাবাহো! কর্ম্ম ও যোগ উভয় পথ হইতেই পরিভ্রষ্ট হইয়া নিরাশ্রয় ও ব্রহ্মলাভের পথে বিমূঢ় হইয়া সে ব্যক্তি কি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়? ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

হে কৃষ্ণ! তুমিই আমার এই সংশয় ছেদনে যোগ্য; তোমা ভিন্ন কাহাকেও এই সংশয় ছেদনের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! সেই উভয় পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ইহকালে কি পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ইহকালে যোগভ্রষ্ট হওয়ায় পাতিত্য এবং পরকালে নরকভোগের ভয় নাই, সৎকর্ম্মকারীদিগের কখনই দুর্গতির সম্ভাবনা নাই; ভ্রান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞকারীগণ যে লোক অভিলাষ করে সেই যোগিশ্রেষ্ঠগণ তথায় বহুকাল বাস করিয়া সুখভোগ করতঃ সদাচারী এবং ধনীগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন অথবা ধীমানযোগীগণের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। ঈদৃশ জন্ম পরিগ্রহাপেক্ষা জগতে আর কি দুর্লভ?। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

তথায় জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ ব্রহ্ম বুদ্ধি লাভ করে। হে কুরুনন্দন! তখন মোক্ষ লাভের জন্য সমধিক যত্ন করে; সেই ব্যক্তি কোনরূপ বিঘ্নবাধাদি জন্য ইচ্ছা না করিলেও পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ যোগাভ্যাস করিতে থাকেন এবং কেবলমাত্র যোগজিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্ম-

ফলাপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করেন। এই প্রকার অল্প চেষ্টাতেও যখন মানব পরাগতি প্রাপ্ত হয় তখন যে যোগী উত্তরোত্তর সমধিক যত্নসহকারে যোগানুষ্ঠান করেন তিনি যে বিগতপাপ হইয়া বহু জন্মে সম্যক জ্ঞানী হইয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! আমার এই মত যে, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, অশেষজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও কামনাপরায়ণ কর্ম্মীদিগের অপেক্ষা যোগীগণই শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগানুষ্ঠান কর। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

যমনিয়মপর যোগীগণ অপেক্ষা মদ্ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ; যাহারা আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করে তাহাকেই আমি শ্রেষ্ঠ যোগী বিবেচনা করি। ৪৭।

সপ্তম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন, হে পার্থ! অনন্যশরণ হইয়া আমার প্রতি মনোভিনিবেশ করিয়া যোগাভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই যে প্রকারে আমাকে জানিতে পারিবেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর— আমি সেই বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানই তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি, যাহা অবগত হইলে আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকিবে না; সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোনও ব্যক্তি আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে এবং এইরূপ যত্নবানদিগের মধ্যে কেহবা আমার সবিশেষ অবগত হয়। ভূমি, জল, বায়ু, আকাশ, অনল, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমারই প্রকৃতি বিভক্ত। ১। ২। ৩। ৪।

এই যে অষ্ট প্রকার প্রকৃতির কথা বলিলাম ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি কহে। হে মহাবাহো! ইহা ভিন্ন জীবন স্বরূপ আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে, উহাই এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে; এই দুই প্রকার প্রকৃতি হইতেই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ জড়প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া আপন কর্ম্ম করিতেছে। এই নিখিল জগৎ আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমিই ইহার প্রলয়কর্ত্তা; হে ধনঞ্জয়! আমি ব্যতীত জগতের সৃষ্টি সংহারের অপর কোন কারণ নাই। মণিমালা যেরূপ সূত্রে গ্রথিত থাকে; সমুদয় জগৎ সেইরূপ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে কৌন্তেয়! আমিই জলরাশিতে রস, চন্দ্রার্কের প্রভা, বেদ সকলের প্রণব, আকাশে শব্দ এবং মনুষ্যের পৌরুষ অথবা পুরুষের পুরুষকার। আমিই পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ (গন্ধতন্মাত্র), অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতের জীবন এবং তপস্বিগণের তপস্যা; হে পার্থ! আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজস্বরূপ জানিবে। আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং তেজস্বিদিগের তেজ; অপ্রাপ্ত বিষয়ে যাহাদিগের আসক্তি নাই এবংবিধ বলবানদিগের বল; এবং হে ভরতর্ষভ! আমিই কেবলমাত্র আপনার স্ত্রীগণেরই পুত্রোৎপাদনোপযোগী কাম; যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাব আছে, সে সকল আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে, কিন্তু আমি তাহাতে নাই; কেমনা আমি ত্রিগুণাতীত, তাহারাই আমার অধীন। ৯। ১০। ১১। ১২।

এই ত্রিগুণাত্মকভাবে সমুদয় জগৎ বিমোহিত হইয়া অব্যয়

আমাকেও জানিতে পারে না; সত্বাদি গুণের বিকারাত্মিকা আমার এক দেবী মায়া আছে তাহা হইতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না; যাহারা আমার ভজনা করে, তাহারাই সেই সুদুস্তর মায়াসাগর অতিক্রম করিতে পারে; এই মায়া দ্বারা যে সকল অজ্ঞান নরাধমে জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, সেই সকল দুরাচারী আসুর ভাবাশ্রয় করিয়া আমাকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদি দ্বারা অভিভূত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ লোকেই আমাকে ভজনা করিয়া থাকে। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই সতত মৎপরায়ণ, আমিই তাহার একমাত্র প্রিয়তম পদার্থ, আমিও তাহাদিগকে সমধিক ভালবাসি, তাহারা সকলেই মহান্ এবং সকলেই মোক্ষলাভে সমর্থ, কিন্তু আমার বিবেচনায় জ্ঞানী ব্যক্তিই আমার স্বরূপ; যেহেতু জ্ঞানীগণ মৎপরায়ণ; জ্ঞানীগণ বহুজন্মজন্মান্তে "ভগবান বাসুদেবই" এই নিখিল জগৎ এইরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এরূপ মহাত্মা একান্ত দুর্লভ; কামনাশীল ব্যক্তিগণও পরমেশ্বরকেই ভজনা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। অপরাপর সকলে কামাভিভূত হইয়া পুত্র, কীর্ত্তি, শত্রুসংহার প্রভৃতির জন্য অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করিতে থাকে এবং যে যে নিয়মে উপবাসাদি করিতে হয় তৎসমস্ত আচরণ করিয়া দেবতাবিশেষকে ভজনা করে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

যে যে ভক্ত আমারই মূর্ত্তিস্বরূপ ও যে যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে সেই সেই ভক্তকে সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ে

অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করি; সেই ভক্ত অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া বিশেষ দেবতা আরাধনা করে কিন্তু আমিই তাহাদিগের হিতকারী অভীষ্ট সিদ্ধি প্রদান করি, সেই অপরিণামদর্শিগণের তত্তৎফল নির্দ্দিষ্ট সময়ে শেষ হইয়া যায়; দেবপূজকগণ দেবতাই প্রাপ্ত হয় কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়; নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ আমার নিত্য ও উৎকৃষ্ট স্বরূপ অবগত না হইয়া মায়াতীত আমাকে মৎস্যকূর্ম্মাদি স্বরূপ বিবেচনা করে। ২১।২২।২৩।২৪।

আমি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হই না; মূঢ়লোক অজ ও অব্যয় বলিয়া আমাকে জানিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! আমি অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে স্থাবর জঙ্গমাদি সকলই অবগত আছি কিন্তু আমার মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া কেহই আমাকে অবগত নহে; হে ভরতবংশীয় শক্রতাপন অর্জ্জুন! স্থূল দেহের উৎপত্তি হইলে অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া শীতোষ্ণাদি বিষম ভাবের জন্য লোকে মোহে অভিভূত হইয়া থাকে; যে পুণ্যাত্মাদিগের পাপক্ষয় হইয়াছে সেই সকল কঠোর ব্রতাচারিগণ আমার ভজনা করে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

যাহারা জরা ও মৃত্যুর নিরসনের নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করে তাহারা সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং সমস্ত কর্ম্মই অবগত হইতে পারেন; যাহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে অবগত হইয়াছেন এবং আমার প্রতি সমাসক্তচিত্ত যে ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না, অতএব আমার সেই ভক্তগণের যোগভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কাই নাই। ২৯।৩০।

অষ্টম অধ্যায় ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কিরূপ, অধ্যাত্মই বা কি এবং অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ; হে মধুসূদন ! এই দেহে অধিযজ্ঞ কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছে, আর সংযতেন্দ্রিয়গণ কি প্রকারেই বা মৃত্যুকালেও তাহা জানিতে পারেন ; ভগবান কহিলেন অক্ষয় জগতের মূলকারণ পরমব্রহ্ম ; এবং স্বভাবকেই অধ্যাত্ম বলে। স্বভাব অর্থাৎ ঈশ্বরের অংশ জীবদেহে থাকিলে তাহাকে অধ্যাত্ম বলে এবং ভূতগণের ভাব হইতে দেবতা উদ্দেশে কিছু প্রদান করিলে তাহাকে কর্ম্ম বলে। নশ্বরতা প্রাণীমাত্রেই অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে অতএব উহাকে অধিভূত বলে এবং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যিনি আপন অংশভূত দেবগণের অধিপতি তাঁহাকেই অধিদৈবত বলে এবং হে অর্জ্জুন। আমি এই দেহমধ্যে অবস্থানকরতঃ যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতার যজ্ঞাদিকর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও ফলদাতারূপে অবস্থান করিতেছি এইজন্য আমিই অধিযজ্ঞ। ১। ২। ৩। ৪।

যে ব্যক্তি অন্তকালেও কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে সে আমার ভাব বা রূপ প্রাপ্ত হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; হে কৌন্তেয় ! মানবগণ মৃত্যুকালে যে যে ভাব (যে যে বস্তু বা দেবতা) স্মরণ করে সে তদ্রূপ তাই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে যাহা চিন্তা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়। যে মৃত্যুকালে দেবচিন্তা করিতে পারে সে সেই দেবত্বই প্রাপ্ত হয়, এমন কি এই জন্যই শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে কোন মুনি মৃত্যুকালে আপনার চিরপোষিত প্রিয় হরিণের বিষয়

ভাবিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি পরজন্মে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাই বলিতেছি তুমি সর্ব্বদাই আমার চিন্তা করিবে যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানও কর ; আমার প্রতি মন ও বুদ্ধি সমর্পন করিলে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। হে পার্থ! একাগ্রচিত্তে অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা করিলে সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫।৬।৭।৮।

যে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যরূপ এবং আদিত্যসঙ্কাশ স্বপ্রকাশ পুরুষকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং মৃত্যুকালেও অবিচলিত চিত্তে ভক্তিভাবে এবং যোগবলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সংস্থাপন করেন তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষ যাঁহাকে অক্ষয় বলিয়া থাকেন, বীতরাগ যতিগন যাহাতে প্রবেশ করেন এবং যাঁহাকে জানিবার নিমিত্ত গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করেন সেই পরমপদ প্রাপ্তির উপায় আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযত করিয়া অর্থাৎ চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, বাহ্য বিষয় স্মরণ না করিয়া মনকে হৃদয়েই নিরুদ্ধ করিয়া মস্তকে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করতঃ ব্রহ্মবাচক ওঁ এই একাক্ষর উচ্চারণ করিয়া আমাকে স্মরণ করতঃ যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩।

যে ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া সতত আমার চিন্তা করে, হে পার্থ! আমার প্রতি সমাহিতচিত্ত সেই সাধকের পক্ষে আমি একান্তই সুলভ। আমাকে প্রাপ্ত হইলে উপরোক্ত মহাত্মা ভক্ত-গণকে দুঃখাগার অনিত্য সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে

অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় লোক হইতেই পুনর্ব্বার এই সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর তাহাকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; তাঁহারাই অহোরাত্রজ্ঞ যাঁহারা অবগত আছেন যে দেবগণের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়! ঐরূপ সহস্রযুগে ব্রহ্মার একরাত্রি হয়। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

দিবা সমাগত হইলে সেই অব্যক্ত কারণ হইতে চরাচর জগৎ প্রকাশিত হয় এবং রাত্রি হইলে সেই অব্যক্তরূপ কারণেই নিখিল সংসার বিশেষরূপে লয় হয়। হে পার্থ! এইরূপে ভূতমণ্ডলী পুনঃপুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে ও লয়প্রাপ্ত হয়; রাত্রি সমুপস্থিত হইলে প্রলীন হয় এবং দিবসাগমে পুনর্ব্বার কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হয়, লোক সকলের অনিত্যতা এবং একমাত্র পরমেশ্বরের নিত্যতা এইরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, সেই চরাচরের কারণ রূপ অব্যক্ত হইতেও সমধিক অব্যক্ত সনাতন অপর একটী ভাব আছে—সর্ব্বভূত বিনষ্ট হইলেও তাহার বিনাশ নাই, সেই অব্যয় ও অক্ষয়কেই পরমাগতি বলে; তাহা প্রাপ্ত হইলে আর নিবৃত্ত হইতে হয় না তাহাই আমার পরমধাম। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

হে পার্থ! সমুদয় প্রাণী যাহার মধ্যে বাস করিতেছে, যিনি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই পরম পুরুষকে কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভরতর্ষভ! পরমেশ্বরের উপাসকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও আর পুনর্জন্ম হয় না, কাহাকেও বা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কোন্‌পথে গমন করিলে কিরূপ ঘটে তাহাও বলিতেছি। যে সময়ের গতিতে

পুনর্জন্ম এবং মুক্তি প্রাপ্ত হন তাহা বলিতেছি; উত্তরায়ণ ছয় মাসে অগ্নি-জ্যোতি যোগে যে স্থানে শুক্লবর্ণ দিবস, তাহাতে ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যেস্থানে দক্ষিণায়ণে ছয় মাস ধূমময় কৃষ্ণবর্ণা রাত্রি তথায় চান্দ্র জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মযোগীগণ নিবৃত্ত হন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

এই জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইটী চিরন্তন গতি আছে, একটীতে পুনর্জ্জন্ম হয় না, অপরটীতে তাহা হইয়া থাকে; হে অর্জ্জুন! এই পথ দুইটী মোক্ষ ও সংসারপ্রাপক জানিয়াও, কোন যোগী কদাচ মুগ্ধ হন না। তাই বলিতেছি তুমি সর্ব্বক্ষণই যোগযুক্ত হও; বেদ, যজ্ঞ, এবং তপস্যায় যে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে যোগীগণ জ্ঞানবলে জগতের আদিকারণ সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষা (বেদযজ্ঞাদি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ ফললাভ করেন। ২৬। ২৭। ২৮।

নবম অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াবিহীন এজন্য তোমাকে এই নিতান্ত গুহ্যতম জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি; যাহা জ্ঞাত হইলে অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। অসূয়াবিহীন বলিবার তাৎপর্য্য এই, আমি কেবলই তোমার নিকট স্বমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি কিন্তু তোমার তাহাতে কোন চিত্ত বৈকল্য জন্মে নাই; এই বিদ্যা, বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত গোপনীয় এবং পরম পবিত্র, জ্ঞানীগণের প্রত্যক্ষ ধর্ম্মানুমোদিত এবং সুখসাধ্য। হে পরন্তপ! যে সকল ব্যক্তি এই

ধর্ম্মে অবিশ্বাস করে তাহারাই এই মর্ত্ত্যভূমে পরিভ্রমণ করিতে থাকে কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না ; আমার এই অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যাবতীয় ভূতগণ আমাতেই অবস্থান করিতেছে কিন্তু আমি কাহাকেও অবলম্বন করি নাই। ১।২।৩।৪।

আমার অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়াচাতুরী অবলোকন কর আমি ভূতভাবন কিন্তু কোন ভূতের সহিতেই সম্মিলিত নহি বায়ু যেরূপ মহান্ আকাশে থাকিয়াও সর্ব্বত্রই গমন করে তদ্রূপ ভূতগণও আমাতেই অবস্থান করিতেছে বলিয়া অবগত হও হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত ভূতগণ আমার মায়ার প্রলীন হয় ; এবং কল্পারম্ভ সময়ে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সৃজন করি যদি বল নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিকার আপনি কিরূপে সৃষ্টি করিতেছেন,—তাই বলিতেছি আপনার স্বাধীনা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া প্রলয়কালে বিলীন চতুর্ব্বিধ প্রাণীকেই স্ব স্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে বারম্বার সৃজন করিতেছি। ৫।৬।৭।৮।

হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ; কারণ কর্ম্মাসক্তিই বন্ধনের হেতু ; আমি অনাসক্ত হইয়া উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করি ; আমার কর্ত্তৃত্ব হেতু প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছে ; আমার অধিষ্ঠান জন্যই জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্ব ভূতেশ্বর ও মহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব, অবগত না হইয়াই মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ভক্তেচ্ছা বশতই আমি মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছি। অন্য দেবতা আমার অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ফলপ্রদান করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া যে সকল ব্যক্তি

নিষ্ফল আশায় আশান্বিত, তাহারা যখন আমার প্রতিই বিমুখ তখন তাহাদের সকল কর্ম্মই নিষ্ফল; নানা তর্কপটু জ্ঞানেও বিফল, কেননা তাহাদের চিত্ত বিবিধ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত। ইহারা হিংস্রাদি প্রচুর তামসী, কামাদি বহুলা রাজসী এবং বুদ্ধি-ভ্রংশকরী মোহিনী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে। ৯। ১০। ১১। ১২।

কিন্তু হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈব-প্রকৃতি আশ্রিত হইয়া আমাকেই সকল ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্যমনে আমারই ভজনা করে আর কেহ কেহ সমাহিতচিত্ত, কঠোর ব্রতচারী হইয়া আমাকেই নমস্কার করে; একান্ত যত্ন ও ভক্তি সহকারে আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া উপাসনা করিয়া থাকে, অপর কেহ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমার উপাসনা করে, কেহবা একভাবে কেহ কেহবা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে, কেহবা বহুভাবে এবং কেহবা সর্ব্বাত্মক জানিয়া আমার উপাসনা করে; আমিই বেদ নির্দ্দিষ্ট অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট পঞ্চযজ্ঞ, আমিই মহৌষধ, আমিই স্বধা, আমিই মন্ত্র, আমিই রাজ্য, আমিই অগ্নি, এবং আমিই হোম। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা এবং পিতামহ; আমিই জ্ঞেয় বস্তু, পবিত্র (প্রায়শ্চিত্তাত্মক) ওঁকার এবং ঋক্, সাম ও যজু। আমিই ফল, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ এবং সুহৃদ এবং আমিই সকলের স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার লয়স্থান, কারণ এবং অব্যয়। হে অর্জ্জুন! আমিই নিদাঘ কালে আদিত্য রূপে সন্তাপ প্রদান করি, জলদ রূপে বারি বর্ষণ করি এবং রসাকর্ষণ করি; আমিই অমৃত এবং

মৃত্যু, সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ সকলই আমি। বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপর ব্যক্তিগণ সোমপান করিয়া বিগত পাপ হইয়া যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞরূপী আমাকেই পূজা করিয়া সুরলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পুণ্যফল স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া চরমে দিব্য পরম ভোগ উপভোগ করিতে থাকেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অনন্তর তাহারা স্বর্গলোকে বিপুল সুখসম্ভোগ করতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্তলোকেই আগমন করেন; এবম্প্রকারে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পুনঃ পুনঃ কামনা পরায়ণ হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে; যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে আমারই চিন্তা এবং উপাসনা করে তাহারা প্রার্থনা না করিলেও আমি সেই মদেকপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে প্রচুর অর্থ বা মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করি যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতারও উপাসনা করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা অবিধি-পূর্ব্বক (মোক্ষ- প্রাপক বিধি ব্যতীত) আমারই ভজনা করে। কারণ আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; ভূতগণ আমার তত্ত্ব অবগত নহে এই জন্যই পুনঃ পুনঃ সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়; কিন্তু যাহারা অবগত আছে সকল দেবতাতেই আমি অবস্থান করিতেছি এবং আমার সেইরূপ ভাবে পূজা করে, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করিতে হয় না। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

ইন্দ্রাদি দেবোপাসকগণ তত্তৎ দেবতাকেই (দেবলোকই) প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃব্রতগণ পিতৃগণ (পিতৃলোক) প্রাপ্ত হন; বিনায়কাদি পূজকগণ সেই সেই বিনায়ক এবং

কেও এ মূর্ত্তি প্রদর্শন করাই নাই। হে কুরুপ্রবীর! কি বেদাধ্যয়ন দ্বারা, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে নরলোকে অপর কেহই আমার ঈদৃশ রূপ দর্শন করে নাই, একমাত্র তুমিই দেখিলে। ঈদৃশ ভয়ানক রূপ দেখিয়া ভীত হইও না, মোহপ্রাপ্ত হইও না; অধুনা ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপ সন্দর্শন কর। সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে ইহা বলিয়া পুনর্ব্বার স্বকীয়রূপ ধারণ করিলেন এবং মহাত্মা পুনর্ব্বার আপনার সৌম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভীতচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি আপনার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া এক্ষণে প্রকৃতস্থ হইলাম; ভগবান কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ অবলোকন করিলে দেবগণও এই রূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকেন। এই রূপ সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না (অথবা এই রূপ সহজে দেখিতে পারা যায় না)। তুমি আমার যে রূপ দেখিলে তাহা কি বেদাধ্যয়ন জন্য পুণ্যে, কি দানফলে, কি তপস্যায়, কি যজ্ঞানুষ্ঠানে কিছুতেই কেহই দেখিতে সমর্থ হয় নাই। হে অর্জ্জুন! অনন্যচিত্তে আমায় ভক্তি করিলেই মানুষ আমার ঐ রূপ জানিতে, দেখিতে, উহার তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতেই প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। হে পাণ্ডব! যে আমার জন্য কর্ম্ম করে, আমাতেই দৃঢ় এবং একান্তে আমারই ভক্ত, পুত্রাদিতেও যাহার আসক্তি নাই, কাহারও সহিত যাহার বৈরতা নাই, সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক অনন্য-চিত্তে তোমারই উপাসনা করে এবং যে ব্যক্তি অক্ষয়, অব্যক্ত পরমব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ভগবান কহিলেন—কেবল আমারই প্রতি চিত্তসমর্পণ করিয়া যাহারা আমাতেই অনুরক্ত থাকে এবং পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকেই আরাধনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ; যাহারা নিত্য পরমাত্মার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে; সেই পরামাত্মা শব্দের নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহা রূপাদিহীন সুতরাং অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, হ্রাসবৃদ্ধি-হীন, কূটস্থ (মায়াপ্রপঞ্চে অধিকৃত) এবং স্পন্দনরহিত। যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারে, যাহাদের সর্ব্বত্র সমদর্শন, যাহারা সকল প্রাণীরই হিতকামনা করে, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১। ২। ৩। ৪।

যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে চিত্তাসক্ত করিয়াছেন তাহারা সমধিক কষ্ট পায়; কারণ অব্যক্ত বিষয়ে যাহাদিগের নিষ্ঠা, তাহারা দেহাভিমান করিয়া দুর্ঘটনাদি হেতু অধিকতর দুঃখভাগী হয়; কিন্তু যে সকল মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া আমারই ধ্যান করে, আমারই উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি তাহাদিগকে মৃত্যুভূমি সংসার-সাগর হইতে অবি-লম্বেই উদ্ধার করিয়া থাকি। আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি সংস্থাপন কর, দেহান্তে আমাতেই বাস করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। ৫। ৬। ৭। ৮।

যদি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অসমর্থ হও, তাহাহইলে হে ধনঞ্জয়! পুনঃ পুনঃ চিত্ত প্রত্যাহৃত হইলেও অভ্যাসযোগে, অভ্যাসবলে আমাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা কর। যদি অভ্যাসে ও অসমর্থ হও, তাহা হইলে একাদশীর উপবাস, পূজার্চ্চনাদি কর্ম্ম আমার তৃপ্তির জন্যই করিতেছ এরূপ ভাবে অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ইহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে সমস্ত কর্ম্মলালসা ত্যাগকরতঃ আমাকেই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া সংযতচিত্তে আমারই শরণাপন্ন হও। অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়স্কর, আবার ধ্যান জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ এবং উহা হইতে শান্তি পাওয়া যায়। ৯। ১০। ১১। ১২।

ভূতগণের মধ্যে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া সর্ব্বভূতেই মিত্রবুদ্ধি, করুণাপর এবং নির্ম্মল নিরহঙ্কার, দুঃখে সুখে সমজ্ঞান করিয়া ক্ষমাশীল হইয়া যে ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট এবং সংযতভাবে আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন সেই আমার পরম প্রিয় ভক্ত। যিনি কাহাকেও উদ্বিগ্ন করেন না অথবা যিনি লোক সকল হইতে উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ (পরের লাভ সহ্য করিতে না পারা), ভয় এবং উদ্বেগ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, যাহার কি অন্তর কি বাহির পরম পরিশুদ্ধ, যিনি আলস্য ও পক্ষপাতবিহীন এবং রোগবিহীন, যিনি সমুদয় কার্য্যেই কামনাবিহীন, সেই ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

যে ব্যক্তি প্রিয়সমাগমে আনন্দিত এবং অপ্রিয়সমাগমে দুঃখিত না হন, শোক প্রকাশ করেন না অথবা যাঁহার কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি ভক্তিমান এবং পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যাঁহার শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি, মান এবং অপমানে সমান বোধ, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমান বিবেচনা, যাঁহার কিছুতেই আসক্তি নাই, নিন্দা ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী হইয়া যথালাভে সন্তুষ্ট, যাঁহার কোথাও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, সেই স্থিরমতি ভক্তিমান ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান হইয়া উক্তরূপে ধর্ম্মামৃত পান করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমার একান্ত প্রিয়। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন, হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যে ব্যক্তি ইহা জানিয়াছে তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ কহে; হে ভরত-বংশীয় ধনঞ্জয়! আমাকেই সকল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; আমার মতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য উপলব্ধিই প্রকৃত জ্ঞান, যেহেতু তাহাই মুক্তির কারণ; অন্যবিধ জ্ঞান কেবল বাক্‌চাতুর্য্য বা বাক্‌পাণ্ডিত্যমাত্র। সেই ক্ষেত্রের স্বরূপ এবং তাহা যাদৃশ, যে সকল ইন্দ্রিয় বিকারযুক্ত, যে রূপ প্রকৃতিপুরুষসংযোগে সমুৎপন্ন, যে প্রকারে স্থাবরজঙ্গমাদি ভেদে বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে, যে রূপ

প্রভাববিশিষ্ট, আমি তোমাকে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ঋষিগণ পৃথক পৃথক বিবিধ ছন্দে উহা বহুপ্রকারে গান করিয়াছেন ; কি প্রকারে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, বিবিধ হেতুবাদ দ্বারা এবং বিশিষ্ট লক্ষণাদি দ্বারা উহা নিঃশংসয়িতরূপে স্থির করিয়াছেন। ১। ২। ৩। ৪।

ক্ষিতি, অপ্, তেজাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ মূল প্রকৃতি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয় দশ বহিরিন্দ্রিয়, মন এবং ইন্দ্রিয়গোচর পঞ্চতন্মাত্র, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা এবং ধৃতি এই গুলিকে সবিকার ক্ষেত্র বলে, তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম। অমানিতা (আপনার গুণে শ্লাঘাবিরহিতা), অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, সদ্‌গুরুর উপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য এবং আত্মবিনিগ্রহ, ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারবিহীনতা, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং দুঃখের পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন এবং দোষদর্শন, আসক্তি ত্যাগ, এমন কি স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতেও অনাসক্তি, ইষ্ট ও অনিষ্টাপাতে সমভাব, আর আমার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, জনসমাজে বিরাগ এবং নির্জ্জন স্থানে বাস, অধ্যাত্মজ্ঞানেই নিত্যত্ব বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন এই গুলিই জ্ঞান এতদ্ব্যতিরিক্ত সমুদয়ই অজ্ঞান। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

যাহা জ্ঞেয় তাহা তোমাকে বলিতেছি—যাহা অবগত হইলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। অনাদি পরম ব্রহ্মকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায়না, সর্ব্বত্রই তাঁহার পদ ও হস্ত, সর্ব্বত্রই তাঁহার মস্তক, এবং মুখ, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ ; তিনি সকলই ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ; চক্ষু কর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়গণই তাঁহা হইতে

স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে অথচ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তিনি নিঃসঙ্গ, সকলেরই আধার, নির্গুণ এবং সত্ত্বাদিগুণের পালক; চরাচর সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সুক্ষ্মত্ব হেতু নিতান্ত অবিজ্ঞেয় এবং নিতান্ত নিকটে থাকিলেও অতিদূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

তিনি ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, তিনিই স্থিতি সময়ে ভূতভাবন, সৃষ্টিকালে বিবিধ কার্য্যরূপে সমুৎপন্ন প্রভবিষ্ণু এবং প্রলয়কালে সর্ব্বসংহারক; সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ তাঁহারই জ্যোতিতে তাপ প্রদান করিতেছে—তিনিই অজ্ঞান তমের বিনাশক ও পরম ব্রহ্ম প্রকাশক; তিনি জ্ঞান,জ্ঞানগম্যরূপে, জ্ঞেয় রূপে সকলের অন্তরের বিরাজিত আছেন, এই আমি সংক্ষেপে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয় বলিলাম; আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে; বিকার সকল এবং গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

শরীর এবং সুখ দুঃখাদির কর্ত্তৃত্বের হেতুকে প্রকৃতি কহে এবং পুরুষ সুখ দুঃখের ভোগ এইরূপ বলা যায়; যদি বল অবিকারী জন্মরহিত পুরুষের আবার ভোক্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভবে, তদুত্তরে এইমাত্র বলি পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলে অর্থাৎ দেহাদিতে অবস্থান কালে প্রকৃতি জাত সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কারণ দেবাদি সদ্বংশেই জন্মগ্রহণ করু, অথবা পশুপক্ষ্যাদি সামান্য যোনিতেই জন্মগ্রহণ করু, শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে সমর্থ ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গই তাহার কারণ। এই পরমপুরুষ দেহে অবস্থান

করিয়াও পুরুষ বিবিধগুণযুক্ত প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পৃথকভাবে অবস্থান করিতেছেন ; তিনি নিকটে থাকিয়া সমুদয় কর্ম্মাদির দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে অনুমোদক, বিধাতা, প্রতিপালক, পরমেশ্বর ও সর্ব্বান্তর্য্যামী রূপে অবস্থিতি করিতেছেন ; যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেও তাঁহাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ২০। ২১। ২২। ২৩।

কেহ কেহ ধ্যানবলে আত্মদর্শনে সক্ষম হন ; অপর কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগে তদ্দর্শন লাভ করেন, অপর কেহ বা আত্মাকে অবগত না হইয়া অন্যের নিকট শরণ করতঃ তদ্রূপ উপাসনা করিতে থাকে। সেই শ্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণও (যাহারা অপরের কথানুসারে একাগ্রচিত্তে তদনুসারে উপাসনা করে) মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। হে ভরতর্ষভ ! চরাচর জগতের যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পরের সংযোগেই উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া জানিবে। পরমেশ্বর কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকল পদার্থেই সমভাবে অবস্থান করিতেছেন ; যে ব্যক্তি নশ্বর পদার্থেও অবিনশ্বর পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান্। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

ঈশ্বর ভূতমাত্রেই স্বপ্রকাশিতরূপে সর্ব্বত্রই সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি এইরূপ অবলোকন করেন, তাঁহারা অবিদ্যা দ্বারা সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে বিনষ্ট করেন না এবং পরমা গতি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যাঁহারা আত্মদর্শী তাঁহারা আত্মাকে অক্ষয় অমর জানিয়া মোক্ষলাভ করেন এবং অতত্ত্বদর্শিগণের আত্মা অবিদ্যামোহ সমাচ্ছন্ন, অপ্রকাশিত সুতরাং মৃতবৎ

থাকে; প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে সমুদয় কর্ম্ম করিতেছেন; যিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে আত্মা কোন কর্ম্মই করেন না, তিনি যথার্থদর্শী; যখন স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতপদার্থ সকল পৃথক পৃথক রূপে অবস্থান করিলেও একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থান করিতেছে নিরীক্ষণ করেন, তখন সেই প্রকৃতি হইতেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মলাভ করেন; হে কৌন্তেয়! পরমাত্মা অনাদি, নির্গুণ এবং অব্যয় বলিয়া শরীরমধ্যে অবস্থান করিলেও কোন কর্ম্মই করেন না, কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

যেরূপ আকাশ সর্ব্বগত বলিয়া পঙ্কাদিতে থাকিলেও সূক্ষ্মত্ব-হেতু কিছুতেই লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্ব্বত্র থাকিলেও কিছুতেই লিপ্ত নহেন; একমাত্র সূর্য্য যেরূপ এই লোক সকল প্রকাশ করেন, হে ভরতবংশীয় ধনঞ্জয়! সেইরূপ একমাত্র আত্মা এই দেহজগতের প্রকাশক। যাঁহারা এবম্প্রকারে বিবেক বা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেহ ও আত্মার বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছেন এবং প্রাণিগণের প্রবৃত্তি ও মুক্তির উপায় অবগত হইয়াছেন, তাঁহারই সেই পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩২। ৩৩। ৩৪।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞান অবগত হইয়া মুনিগণ পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেইজ্ঞানিগণের উত্তম জ্ঞানের কথা তোমাকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, আমি যে জ্ঞানের কথা

বলিতেছি এই জ্ঞানাশ্রয়ে আমার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টিকালেও জন্মপরিগ্রহ করিতে কিম্বা প্রলয় বা মৃত্যুকালেও ব্যথিত হইতে হয় না। মহাব্রহ্ম পরমেশ্বরের গর্ভাধান স্থান, তাহাতেই আমি জগদ্বিস্তারের জন্য চিদাভাস নিক্ষেপ করি, হে ভারত! তাহা হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি। হে কৌন্তেয়! ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে মনুষ্যাদি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সম্ভূত হয়, প্রকৃতিই সেই সকল মূর্ত্তির যোনি এবং আমি তাহাদিগের পিতাস্বরূপে বীজ বপন করিয়াছি। ১। ২। ৩। ৪।

হে মহাবাহো! সত্ব, রজ এবং তমোগুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীরমধ্যে দেহীরূপী নির্ব্বিকার চিদংশকে অবলম্বন করিয়া আছে। সত্ব, রজ এবং তম এই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ব নির্ম্মল, ভাস্কর এবং নিরুপদ্রব; হে অনঘ! এই সত্বগুণ দেহীকে সুখী ও জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকে অথবা হে অনঘ! উহা হইতেই আমি সুখী, আমি জ্ঞানী এই প্রকার মনোধর্ম্ম প্রাপ্ত হই। রজোগুণ অনুরাগাত্মক এবং উহা তৃষ্ণা (অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ) এবং সঙ্গ, যাহা পাইয়াছি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি (প্রীতি) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; হে কৌন্তেয়! এই জন্যই রজোগুণ দেহীকে কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সর্ব্বদেহীর মোহজনক; হে ভারত! এই জন্যই ইহা দেহীদিগকে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা প্রভৃতিতে আবদ্ধ করে। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে ভারত! দুঃখ শোকাদি কারণ থাকিলেও সত্বগুণ জীবনকালকে সুখাভিমুখী করে, রজোগুণ কর্ম্মেতেই আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে অকালে আলস্যা-

দিতে সংযোজিত করে ; হে ভারত ! সত্ত্বগুণ, রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া ও রজোগুণ, সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া স্বকার্য্যে নিযুক্ত করে। যে সময়ে শ্রোত্রাদিতে শব্দাদি জ্ঞান সমধিক প্রকাশ পায় তখন,সত্ত্বগুণ পরি বর্দ্ধিত হইয়াছে জানিবে ; হে ভরতর্ষভ ! যখন দেখিবে লোভ, প্রবৃত্তি (উদ্যোগ) ইহা করিব, ইহা করিব এইরূপ সংকল্প, স্পৃহা জন্মিতেছে, তখনই জানিবে রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৯।১০। ১১। ১২।

হে কুরুনন্দন ! তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে বিবেকভ্রংশ অনুদ্যম হয়, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুষ্ঠানের ইচ্ছা থাকে না এবং মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ জন্মে ; শরীরী সত্ত্বগুণের আধিক্য সময়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হইলে উত্তম উত্তম জ্যোতির্ম্ময় সুখভোগ প্রাপ্ত হয় ; যে সময়ে রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই সময়ে মৃত্যু ঘটিলে, জীব কর্ম্মাসক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পশ্বাদি মূঢ়োযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ; সুকৃত কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল, রাজসকর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে, রজোগুণে লোভ, তমোগুণে প্রমাদ, মোহ, এবং অজ্ঞানতা জন্মে ; সত্ত্ববৃত্তি প্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন, রাজসিকগণ মধ্যে অবস্থান করেন এবং জঘন্য গুণ এবং জঘন্যবৃত্তি তামসিকগণ অধোগতি প্রাপ্ত হন। যে সময়ে বিবেকী হইয়া, বুদ্ধি প্রভৃতিরূপে পরিণত গুণ সকলই কর্ম্ম করি-তেছে এইরূপ দেখা যায় এবং গুণ সকল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তৎসাক্ষীমাত্র আত্মাকে জানিতে পারে, তখনই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

দেহী, দেহসমুদ্ভূত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া, জন্ম, মৃত্যু জরা এবং দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কি কি চিহ্ন দ্বারা এই গুণ সকল অতিক্রম করা যায় এবং কিরূপ আচারানুষ্ঠানেই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যাইতে পারে। ভগবান কহিলেন, হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ, বা তমোগুণবশে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দ্বেষ করেন না, সুখ বুদ্ধিতে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হন না বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকে গুণাতীত বলে। যে ব্যক্তি সুখ দুঃখাদি গুণে বিচলিত না হইয়া উদাসীনভাবে থাকেন, গুণত্রয় আপনাপন কার্য্যে ফিরিতেছে—ইহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বিবেকবলে যিনি বিচলিত না হন, সুখ ও দুঃখে যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি স্বভাবেই অবস্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর এবং সুবর্ণেও সমজ্ঞান, প্রিয় বা অপ্রিয়ে যাঁহার সমবোধ এবং যিনি ধীর, ও নিন্দা বা স্তুতিতে সমভাবাপন্ন; যাঁহার পক্ষে মান ও অপমান উভয়ই সমান, মিত্র বা শত্রু উভয় পক্ষই সমান, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই যিনি উদ্যমবিহীন তিনিই ত্রিগুণাতীত। যে ব্যক্তি আমাকেই অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা করে, সে পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল অতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়, কারণ আমিই ব্রহ্ম, শাশ্বত ধর্ম্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা; আমি পরমানন্দ স্বরূপ সুতরাং আমার সেবকগণও নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভকরতঃ ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হয়। ২১—২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ভগবান কহিলেন, সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে অথবা উৎকৃষ্ট মূল যাহার), শাখা অধোদিকে (অর্থাৎ সংসারে মায়ামোহে বদ্ধ) এবং তাহা অব্যয় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে চিরপ্রবাহিত এবং বেদ সকল ইহার পত্র-স্বরূপ ; বেদ সকল পত্র বলিবার তাৎপর্য্য এই বহুপত্রবৃক্ষ যেরূপ আতপতাপিত পান্থজনের জুড়াইবার স্থান, বেদের নানারূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠানেও সেইরূপ সকলে শান্তি বা উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিতে পারে ; যাঁহারা এই বৃক্ষের বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াছেন তিনিই বেদজ্ঞ। ইহার শাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত ; সত্ত্বাদিগুণরূপ জলসেচন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, রূপরসাদি বিষয় সকল ইহার পল্লবস্থানীয় এবং ইহার অধোমূল মনুষ্যলোকে বিস্তৃত হইয়া কর্ম্মোপভোগ করে অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ে সকলই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় মানবগণের সেই সেই কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে। এই বৃক্ষের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; ইহার আদি, অন্ত বা মধ্য যে স্থানে রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অশ্বত্থবৃক্ষের মূল অত্যন্ত দৃঢ় অতএব ইহাকে সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তাহার পর মূলীভূত সেই পদ অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিবে ; সে স্থান প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। তুমিই আদি পুরুষ, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তোমা হইতেই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে। । ১ । ২ । ৩ । ৪ ।

যাঁহারা মন ও মোহ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠা আছে

এবং যাঁহারা কামনা ও অবিদ্যা পরিশূন্য এবং সুখদুঃখাদি বিপরীত গুণে আবদ্ধ নহেন, সেই সাধুগণ অব্যয়পদ লাভ করিয়া থাকেন। সূর্য্য পৃথিবীস্থ সকল পদার্থেরই প্রকাশক হইলেও সেই পরম পদ প্রকাশে অসমর্থ; চন্দ্র ও অগ্নিও অসমর্থ; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না তাহাই আমার পরমপদ; আমারই অংশ অবিদ্যা প্রভাবে জীবরূপে সর্ব্বদা সংসারীরূপে প্রসিদ্ধ। ইহাই (সুষুপ্তি) প্রলয় সময়ে প্রকৃতিতে লীন হইয়া স্বভাবস্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ে আকর্ষণ করেন; দেহী যে সময়ে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় তখন বায়ু যেরূপ পুষ্পাদি হইতে গন্ধ গ্রহণ করে তদ্রূপ পূর্ব্বশরীর হইতে ইন্দ্রিয়বর্গকেও গ্রহণ করেন। ৫। ৬। ৭। ৮।

শোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এবং মনে অধিষ্ঠান করতঃ জীব বিষয়োভোগ করে; জীব এক দেহ হইতে দেহান্তর গমন করুক বা সেই দেহেই অবস্থান করতঃ বিষয় ভোগ করুক বা ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যযুক্ত হউক, বিমূঢ় ব্যক্তিগণ তাহার কিছুই দেখিতে পায় না; যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আছে তাঁহারাই দেখিতে পান; ধ্যানাদি দ্বারা প্রযতমনা যোগীগণ এই আত্মাকে দেহমধ্যে অবস্থিত দেখেন, কিন্তু অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ যত্ন করিয়া ইহাকে দেখিতে পায় না। যে তেজ সূর্য্যমধ্যে থাকিয়া অখিল সংসার সমুদ্ভাসিত করিতেছে, চন্দ্র ও অগ্নিমধ্যে যে তেজ রহিয়াছে তাহা আমারই তেজ বলিয়া জানিবে। ৯। ১০। ১১। ১২।

আমি পৃথিবীমধ্যে অবস্থান করিয়া তেজপ্রভাবে চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছি এবং রসাত্মক চন্দ্ররূপে (অমৃত বর্ষণে) ঔষধি সকল পরিপুষ্ট করিতেছি; আমিই প্রাণিগণের দেহে জঠ-

রাগ্নিরূপে অবস্থান করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ু যোগে চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিতেছি; আমি সর্ব্বান্তর্যামীরূপে সকল প্রাণীর অন্তরেই প্রবেশ করি, আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞান ও তাহাদের অভাবও হয়; বেদ সকলে আমিই একমাত্র বেদ্য,আমিই বেদান্তকর্ত্তা এবং আমিই বেদজ্ঞ। লোকজগতে ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে; তন্মধ্যে সমস্ত ভূত ক্ষর এবং চৈতন্যকে অক্ষর বলে। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

এতদ্ভিন্ন পরমাত্মা নামে অপর এক উত্তর পুরুষ আছেন; সেই অব্যয় পরমেশ্বর ত্রিলোক মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সকলকেই পালন করিতেছেন। আমি ক্ষরের অতীত অর্থাৎ জড়াদির অতীত এবং অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই আমি বেদে এবং লোক-জগতে পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত: হে ভারত! যে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্ববেত্তা ভক্ত নানারূপে আমারই ভজনা করে; হে অনঘ! আমি এই নিতান্ত গুহ্যশাস্ত্র তোমাকে বলিলাম, হে ভারত! ইহা অবগত হইলে লোকে বুদ্ধিমান এবং কৃতকৃতার্থ হইবে। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

ষোড়শ অধ্যায়।

হে ভারত! কোন্ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী এবং কোন্ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানলাভে অনধিকারী, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অভয় (ভয়শূন্যতা) চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানোপায়ে একান্ত

নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ এবং সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরোক্ষে পরদোষ অকথন, দীনের প্রতি দয়া, নির্লোভিতা, মৃদুতা, অকার্য্যে লজ্জা এবং অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, বাহ্য এবং অন্তর বিশুদ্ধি, অদ্রোহ, অনভি-মানিতা এই দৈবী সম্পত্তি সকল যে সকল ব্যক্তি কল্যাণ লাভের যোগ্য পাত্র তাহারাই প্রাপ্ত হয়; হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আসুরী সম্পদ লাভ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয়। ১। ।২।৩।৪।

দৈবী সম্পদ সকল মোক্ষলাভের কারণ এবং অসুরী সম্পদ সকল সংসার-বন্ধনের কারণ: হে অর্জ্জুন! তুমি শোক করিও না; তুমি দৈবী সম্পদ উপভোগের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ইহলোকে দুই প্রকার লোক জন্ম গ্রহণ করে, যথা দৈব ও আসুর। হে পার্থ! আমি তোমাকে দৈব লোকের বিষয় বিস্তর বলিয়াছি, আসুরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিব শ্রবণ কর— আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি বা অসৎ কার্য্যে নিবৃ-ত্তির বিষয় কিছুই জানে না; তাহাদিগের অন্তর বা বাহিরের বিশুদ্ধিতা নাই, আচার নাই, সত্যও নাই তাহারা বেদ পুরাণাদি সকলই অসত্য কহে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নহে বলে, সকলই স্বাভাবিক বা জগৎ বৈচিত্র কহে, এই জগতের কেহই ঈশ্বর নাই বলে, স্ত্রীপুরুষের কামপ্রবাহেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বলে। এই অল্পবুদ্ধি দুরাত্মাগণ এই প্রকার দৃষ্টিবশে অগ্রকর্ম্মা এবং জগতের অহিতকারী হইয়া অনিষ্টের জন্য জন্ম গ্রহণ করে। ৫।৬।৭। ।৮।৯।

তাহারা দুষ্পুরণীয় কামবশে দম্ভ, মান এবং মদান্বিত হইয়া মোহবশতঃ এই মন্ত্রের দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া মহাসিদ্ধ প্রাপ্ত হইব ইত্যাদি ভাবে অশুচিব্রতাচারী হইয়া দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হয়; মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত অপরিমেয় চিন্তাবশে কামোপভোগকেই একমাত্র পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করে, শত শত আশাপাশে বদ্ধ এবং কামক্রোধপরায়ণ হইয়া কামোপভোগের নিমিত্ত অন্যায়োপায়েও অর্থ সঞ্চয়ে অভিলাষ করে। অদ্য আমি ইহা লাভ করিলাম, অদ্য এই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, আমার এই সম্পত্তি আছে, পুনর্ব্বার এই ধন পাইব, এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বধ করিতে হইবে, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান এবং সুখী, আমি মহাধনী, আমার মহাকুলে জন্ম, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি যাগাদির অনুষ্ঠান করিব, দান করিব এবং অতুল আনন্দ পাইব; এবম্প্রকারে অজ্ঞানতা দ্বারা বিমোহিত হয়। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

ইহারা নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় ভ্রান্ত এবং মোহজালে বদ্ধ হয়। মৎস্য সকল যেরূপ সূত্রময়জালে আবদ্ধ হইয়া ধৃত ও বিনষ্ট হয়, ইহারাও তদ্রূপ কামোপভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া নিতান্ত অশুচি নরকে পতিত হয়। তাহারা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, দম্ভবশে অবিধিপূর্ব্বক নাম মাত্রই যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হয়; তাহারা ধন, মান ও মত্ততা প্রযুক্তই উদ্ধত ভাবেই কোন সাধুর আদেশ বা অভিমতে প্রবৃত্ত হয় না। ১৬। ১৭।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অসূয়া সহকারে আমাকেই দ্বেষ করে অর্থাৎ যজ্ঞাদিতে তাহাদের

ভক্তি বা শ্রদ্ধা কিছুই নাই, কেবল অবিধিপূর্ব্বক পশু প্রভৃতি হত্যা করিয়া চৈতন্যরূপী আমাকে বিদ্বেষ করে; আমি সেই হিংসাপরায়ণ ক্রুর নরাধমদিগকে সংসার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাঘ্রাদি অসংখ্য হিংস্রজন্তু রূপে আসুরী যোনিতে সৃষ্টি করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়গণ জন্ম জন্ম আসুরী যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না এবং অধমা গতিই প্রাপ্ত হইতে থাকে; কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী আত্মনাশ এবং নরকের দ্বারস্বরূপ; অতএব এই তিনটী পরিত্যাগ করিবে। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি নরকদ্বার স্বরূপ এই তিনটী হইতে মুক্তি পাইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই তিনটীর অধীনে নহে, সেই ব্যক্তি আপনার শ্রেয়সাধন তপাদির অনুষ্ঠান করে এবং পরমাগতি প্রাপ্ত হয়; যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করতঃ যথেচ্ছাভাবে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয় সে ব্যক্তি কদাচই সিদ্ধিলাভে সক্ষম হয় না; সুখ বা পরমাগতি লাভেও সমর্থ নাই, তাই বলিতেছি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমান; তুমি শাস্ত্রোক্ত মতে কর্ম্ম অবগত হইয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ২২। ২৩। ২৪।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করে তাহাদের সেই নিষ্ঠা সাত্ত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক? ভগবান কহিলেন, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভেদে দেহীদিগের তিন প্রকার শ্রদ্ধা আছে; সেই বিজ্ঞান

বলিতেছি শ্রবণ কর—হে ভারত! সকল শ্রদ্ধাই সত্ত্বানুরূপা এবং পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হয় সে সেই প্রকার শ্রদ্ধাবান। সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ দেবতাদিগকে পূজা করেন, রজোগুণ-অবলম্বীগণ যক্ষ ও রক্ষাদির আরাধনা করেন এবং তামসিকগণ ভূত প্রেতাদির পূজা করে। ১। ২। ৩। ৪।

শাস্ত্রবিধি না জানিলেও কেহ কেহ প্রাচীন পুণ্যসংস্কারবশে সাত্ত্বিক হয়, কেহ বা রাজসপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং নিতান্ত মন্দভাগ্যগণ তামসভাবাপন্ন হয়। যে সকল ব্যক্তি দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া যাহা শাস্ত্রে নাই, এরূপ নিয়মে ঘোর তপশ্চরণ করে, সেই সকল অবিবেকী শরীরস্থ ভূত সকলকে এবং শরীরস্থ আমাকেই বৃথা উপবাসাদি ক্লিষ্ট করিয়া থাকে; সেই সকল ক্রুর কর্ম্মীদিগকে নিশ্চয়ই আসুর স্বভাব বলিয়া জানিবে। দেখ সকল লোকেরই তিনপ্রকার আহার প্রিয়; যজ্ঞ, তপ এবং জ্ঞান ও তিনপ্রকার; তাহাদের বিভিন্নতার বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর—আয়ূঃ, উৎসাহ, বল আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি বর্দ্ধন, রসাল, স্নিগ্ধ, সার এবং সুদৃশ্য উৎকৃষ্ট আহার সাত্ত্বিকগণ ভাল বাসেন। ৫। ৬। ৭। ৮।

কটু, লবণ এবং অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ এবং সর্ষপাদি অতি বিদাহীদ্রব্য রাজসিকগণের প্রিয়; এইপ্রকার আহার দুঃখ,শোক এবং রোগপ্রদ। তামসিক ব্যক্তিগণ যাহা বহুক্ষণ পাক করা হইয়াছে একক্ষণে শীতল হইয়া গিয়াছে এরূপ দ্রব্য এবং রসবিহীন দুর্গন্ধ, পর্য্যুশিত (বাসি), উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র দ্রব্য, অভক্ষ্য আহার্য্য দ্রব্য সমধিক প্রিয় বোধ করে। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ;

তাহারা কর্ত্তব্যবোধে একান্তমনে তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ফল-প্রাপ্তির কামনায় এবং দম্ভের জন্য ও যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ৯। ১০। ১১। ১২।

যে যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত নহে, যাহাতে ব্রাহ্মণাদির সহিত কোন সম্পর্কই নাই, যাহা মন্ত্রহীন এবং দক্ষিণা এবং শ্রদ্ধা বিরহিত, সেই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে। দ্বিজ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, অন্তর এবং বহির্বিশুদ্ধি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, এবং অহিংসা এই গুলিকে শারীর তপ বলে; যে বাক্যে কেহ উদ্বিগ্ন হয় না—যাহা সত্য, প্রিয় এবং হিতকর এবং বেদাভ্যাস করিতে যে বাক্য সকল কহা যায়, সেই গুলিকে বাঙ্ময় তপস্যা বলে; মনের সন্তোষ, অক্রূরতা, মৌন, আত্ম-বিনিগ্রহ এবং ব্যবহারে মায়াবিহীনতা এই গুলিকে মানস তপ বলে। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

পরম শ্রদ্ধাযোগে, ফলকামনা বিরহিত হইয়া মানবগণ উপরোক্ত ত্রিবিধ তপশ্চরণ করিলে, তাহাকে সাত্ত্বিক বলা যায়। সৎকার, মান, অভ্যর্থনা, অভিবাদনাদি দৈহিক পূজা দ্বারা দম্ভ সহকারে যে চঞ্চল ক্ষণিক তপশ্চরণ করা হয়, তাহাকে রাজসিক কহে। অবিবেকবশে আত্মপীড়ন দ্বারা অথবা অন্যের অনিষ্ট বা বিনাশের জন্য যে তপানুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া জানিবে; অথবা নিতান্ত অপ্রাপ্য বিষয়ে প্রাপ্তির জন্য এবং পীড়ার জন্য অথবা অপরের অনিষ্টের জন্য যে তপানুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া জানিবে; অথবা নিতান্ত অপ্রাপ্য বিষয়ে প্রাপ্তির জন্য এবং পীড়ার জন্য অথবা অপরের অনিষ্টের জন্য

যে তপানুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া জানিবে। কেবলমাত্র দান করা উচিত এইমাত্র বোধে, যে ব্যক্তি প্রত্যুপকার করিতে পারিবে না, এরূপ ব্যক্তিকেও দেশ (কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থভূমি), কাল (গ্রহণাদি পুণ্য সময়), পাত্র (শ্রুতি ও সদাচারী ব্রাহ্মণ) বিবেচনা করিয়া যে দান তাহাই সাত্ত্বিক দান। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

প্রত্যুপকারার্থ, ফলপ্রাপ্তি কামনায় ক্লেশযুক্তভাবে যাহা দান করা যায়, তাহাকে রাজস দান কহে; দেশ, কাল, পাত্র না দেখিয়া অদেশে অকালে (অশৌচাদি সময়ে) অপাত্রে উচিত মত সৎকার না করিয়া অবজ্ঞার সহিত যাহা দান করা হয়, তাহাকে তামস দান কহে। ওঁ, তৎ এবং সৎ এই প্রকারে পরমাত্মার নির্দ্দেশ আছে এবং বিধাতা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিয়া গুণযুক্ত করিয়াছেন; এই জন্যই ব্রহ্মবাদিগণের বিহিত যজ্ঞ, দান, তপক্রিয়ার ওঁকার উচ্চারিত হওয়ায় সুসম্পাদিত হইয়া থাকে অর্থাৎ যজ্ঞাদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া যদি অঙ্গবিহীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ওঁকার উচ্চারণে তাহা সম্পুর্ণ হয়; কেননা ওঁকার হইতেই যজ্ঞাদি সৃষ্টি হইয়াছে, ওঁকারই পরমাত্মার আদিমূর্ত্তি, ওঁকারই পরমাত্মার নির্দ্দেশ। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

সেইজন্যই মুমুক্ষুগণ ফলপ্রাপ্তিকামনাবিহীন হইয়া যজ্ঞ, তপস্যা এবং নানাবিধ দান ক্রিয়া সম্পাদন করেন। হে পার্থ! অস্তিত্বে এবং শ্রেষ্ঠভাবে এবং প্রশস্ত কর্ম্মে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়; যজ্ঞ, তপস্যায়, দানে এবং পরমার্থপরায়ণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ম্মেই 'সৎ' এই কথা বলিবেন। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম, দান, তপ বা যে কোন ক্রিয়া কৃত হইলে, হে পার্থ! তাহাকে

অসৎ বলা যায় ; সে সকল কি ইহলোক কি পরলোকে সুফল প্রদান করে না। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশীনিসূদন! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগতত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছা করি; ভগবান কহিলেন, পণ্ডিতগণ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগকেই সন্ন্যাস বলিয়া অবগত আছেন এবং সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি ইচ্ছা পরিত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া অবগত আছেন। কোন কোন মনীষি বলিয়া থাকেন,ক্রিয়াকাণ্ডে হিংসাদি থাকায় তাহা দোষবৎ পরিত্যাগ করিবে; অপর কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নহে, হে ভরতসত্তম! যথার্থ ত্যাগ কাহাকে বলে শ্রবণ কর; হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগ তিন প্রকার। ১। ২। ৩। ৪।

যজ্ঞ, দান ও তপাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তত্তৎ অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য ; যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিবেকিগণের চিত্ত পরিশুদ্ধি করে; হে পার্থ! আমার মতে আসক্তি ও ফলপ্রাপ্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল কার্য্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য ; প্রাত্যহিক কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। উহা মোহবশে পরিত্যাগ করিলে তাহাকে তামস কর্ম্মই বলে; শরীরের কষ্ট হইবে, কেবল মাত্র এই ভয়ে যদি কোন দুঃখময় কর্ম্ম পরিত্যাগ করা যায় তাহা হইলে সেই ত্যাগও নিষ্ফল এবং সেই কর্ম্মও রাজস কর্ম্ম। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে অর্জ্জুন! ইহা আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি আসক্তি ও কর্ম্মফল প্রাপ্তিকামনা পরিত্যাগ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে; যিনি অপ্রিয় ও দুঃখাবহ কার্য্যে দ্বেষ করেন না এবং প্রিয় বা সুখকর কার্য্যে আসক্ত ও বিমোহিত না হন, যিনি সাত্ত্বিক ত্যাগী, স্থিরবুদ্ধি সুতরাং যাহার সংশয়জাল ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই ত্যাগী। শরীরী কর্ম্ম সকল নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারে না, যে ব্যক্তি কর্ম্মফল প্রাপ্তিকামনা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী বলা যায়। কর্ম্মফল তিন প্রকার যথা ইষ্ট (দেবত্ব), অনিষ্ট (নারকিত্ব) এবং মিশ্র (মানবত্ব); যাহারা ত্যাগী নন, তাঁহারা মৃত্যুর পর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা সন্ন্যাসী অর্থাৎ যাহারা সমুদয় কর্ম্মফলই ঈশ্বরে সমর্পন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। ৯। ১০। ১১। ১২।

হে মহাবাহো! যদি তোমার সন্দেহ হয়, কর্ম্ম করিলেও কি প্রকারে কর্ম্মফল লাভ হইবে না; তাহা হইলে আমার নিকট তাহার পঞ্চপ্রকার কারণ শ্রবণ কর; বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্রে এই পঞ্চপ্রকার কারণ নির্দ্দিষ্ট আছে। শরীর, কর্ত্তা, নানা-প্রকার ইন্দ্রিয় প্রাণাপানাদি দ্বারা বিবিধ ক্রিয়া, এবং দৈব, এই পঞ্চ প্রকার; মানব,শরীর মন ও বাক্যদ্বারা যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা ন্যায্যই হউক আর তাহার বিপরীতই হউক এই পঞ্চ প্রকার মাত্র তাহার কারণ; এবম্ভূত হইলেও যে ব্যক্তিকেবল নিরুপাধি, আসক্তিবিহীন,আত্মাকেই কর্ত্তা স্বরূপ দেখে,সেই অসং-স্কৃতবুদ্ধি ব্যক্তি কথনই প্রকৃত দৃষ্টিমান নহে।১৩।১৪।১৫।১৬।

আমি বলিয়াছি যাঁহার এরূপ ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে সংলিপ্ত নাই, অর্থাৎ যিনি ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিতে কার্য্য করেন না,সেই আত্মদর্শী ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী সংহার করিলেও কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং বংভাগীও হন না। কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু তিন প্রকার যথা—জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা ; এবং ইন্দ্রিয়াদি, কর্ম্ম ও কর্ত্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় ; সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণভেদে জ্ঞান, কর্ত্তা ও কর্ম্মও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, আমি তাহা তোমাকে যথাযথ বলিতেছি শ্রবণ কর—তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান বলিয়া জানিবে, যদ্দ্বারা সর্ব্বভূতের একমাত্র অব্যয়, অবিভক্ত পরমাত্মা নিরীক্ষণ করা যায়। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

যে প্রকার জ্ঞানযোগে ভিন্ন ভিন্ন ভূতগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নানাবিধ ভাব অনুভূত হয়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে ; যে জ্ঞান এককার্য্যে পরিপূর্ণ, নির্দ্দিষ্ট পদার্থে আবদ্ধ, সেই পরমার্থ অবলম্বন শূন্য, অযৌক্তিক তুচ্ছজ্ঞানকে তামস জ্ঞান বলিয়া জানিবে ; নিয়ত অনাসক্তভাবে, রাগদ্বেষ শূন্য হইয়া ফলপ্রাপ্তি কামনা না করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়,তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে, ফলপ্রাপ্তি কামনায় অথবা অহঙ্কারবশে বহুকষ্টে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে।২১।২২।২৩।২৪।

যে ভাবী শুভাশুভ, বিত্তক্ষয়, হিংসা এবং আপনার সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া কেবল মোহবশে যে কর্ম্ম আরম্ভ করা যায়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে ; নিঃসঙ্গ, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বিষয়ে যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার, তাহাকে সাত্ত্বিক বলে ; পুত্র কলত্রাদিতে অনুরক্ত, কর্ম্মফল

কামী, লুব্ধস্বভাব, হিংসাযুক্ত, অশুচি এবং লাভালাভে হর্ষ ও শোককারী ব্যক্তিকে রাজস কর্ত্তা বলিয়া জানিবে ; যুক্তি ও বিবেচনাহীন, অনম্র, শঠ, পরাপমানী, অলস, শোকশীল এবং দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামস বলিয়া জানিবে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

হে ধনঞ্জয় ! ত্রিবিধ গুণভেদে বুদ্ধি এবং ধৃতিও তিন প্রকার ; আমি তাহা তোমাকে বিশেষ রূপে কহিতেছি শ্রবণ কর—হে পার্থ ! তাহাকেই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে, যাহা দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় এবং অভয়, বন্ধন এবং মোক্ষ অবগত হওয়া যায়। হে পার্থ ! তাহাকেই রাজসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে, যাহাদ্বারা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য ঠিক জানিতে পারা যায় না, সকল বিষয়েই সংশয় থাকে। এবং হে পার্থ ! তাহাকেই তামসী বুদ্ধি বলিয়া জানিবে, যাহা দ্বারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া ধর্ম্মকে অধর্ম্মরূপে, অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে এইরূপ পরস্পর বিপরীত বুদ্ধি হয়। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

হে পার্থ ! তাহাকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলিয়া জানিবে, যাহা দ্বারা একাগ্র এবং অব্যভিচারী ভাবে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের যোগে কার্য্য সকল ধারণা করে। হে অর্জ্জুন ! তাহাকে রাজসী ধৃতি জানিবে, যে ধৃতি দ্বারায় মন ধর্ম্মার্থ কামে প্রসঙ্গতঃ ফলাকাঙ্ক্ষা করে। অবিবেকী পুরুষগণ যে ধৃতি যোগে নিদ্রা, ভয়, শোক, বিপদ ও মদ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাকে তামসী ধৃতি বলিয়া জানিবে। হে ভরতর্ষভ ! যে সুখে অভ্যাসবশতঃ আসক্তি জন্মে, এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, সেই সুখও আবার ত্রিবিধ—আমি এক্ষণে তদ্বিষয়ে বলিব শ্রবণ কর। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

যাহা অগ্রে বিষতুল্য, কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ কহে; ইহাতে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে যাহা অগ্রে অমৃতোপম, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য, তাহাকে রাজস সুখ কহে। নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা, সুখজ মোহ কি প্রথমে কি অন্তে আত্মার মোহকর হইলে অহাকে তামস সুখ কহে। পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যাদি এবং এমন কি স্বর্গলোকে দেবাদির মধ্যেও এমন কেহই নাই যে, এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে কোন একটী গুণ সম্পন্ন নহে। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

এই স্বভাবজ ত্রিবিধ গুণ হইতেই ব্রহ্মাণাদি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মও বিভক্ত হইয়াছে; ব্রাহ্মণগণের ইহাই স্বভাবতঃ ধর্ম্ম যে তাঁহারা শম, দম, তপ, অন্তর ও বহিঃশৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্যাদি গুণযুক্ত হইবেন। শৌর্য্য তেজ, ধৃতি, কৌশল, দান এবং ঈশ্বরভাব এইগুলি ক্ষত্রিয়গণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; ইহারা কদাপি যুদ্ধে পলায়ন করিবে না। কৃষি গোরক্ষণ এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং উপরোক্ত তিন বর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রেরও স্বাভাবিক কর্ম্ম। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

মানবগণ আপনাপন কর্ম্মে বিহিত কর্ম্মনিষ্ঠ হইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্মনিরত হইয়া যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করা যায় তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে বলিতেছি শ্রবণ কর—যে হেতু আমি অন্তর্য্যামী, আমা হইতেই ভূতগণের প্রবৃত্তির উদয় অর্থাৎ আমিই প্রবৃত্তিরূপ আমি সমুদয় জগতে

ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, তাই বলিতেছি মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। পরধর্ম্মে সম্যক্ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানও শ্রেষ্ঠ; কারণ স্বভাব বিহিত এবং পূর্ব্ববিহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। হে কৌন্তেয়! স্বভাববিহিত কর্ম্ম দোষান্বিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমদ্বারা যেরূপ অগ্নি আবৃত থাকে তদ্রূপ সকল কার্য্য দোষাবৃত থাকে অর্থাৎ অগ্নির চতুর্দ্দিকে ধূম থাকিলেও যেমন তাহা শৈত্যাদি নিবারণে সমর্থ তদ্রূপ কার্য্যে দোষ থাকিলেও কর্ম্ম আত্মবিশুদ্ধিরই কারণ। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮।

অনাসক্ত, জিতাত্মা এবং নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা সকল কর্ম্মেই মোক্ষ বা নিবৃত্তি প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিতে পারে হে কৌন্তেয়! নিষ্ক্রিয় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকারে ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয় তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর—পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিকী বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিকী বৃত্তিদ্বারা আত্মসংযমন করিয়া শব্দাদি বিষয়োপভোগ এবং রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে, শুচিদেশে অবস্থান করিতে হইবে, লঘু আহার করিবে, কায়-মনোবাক্যে সংহত হইয়া সতত ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া মমতাবিহীন হইলে আমিই ব্রহ্ম এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিবার যোগ্য হইবে অথবা ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হইবে; ব্রহ্মপ্রাপ্ত এবং প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি অপ্রিয়ানুষ্ঠানে শোকও করে না, অপ্রাপ্ত বিষয়ে আকাঙ্ক্ষাও করে না। সর্ব্ব প্রাণীতে সমভাবাপন্ন এবং

আমার পরমাভক্তি লাভ করে ; ভক্তিদ্বারা আমাকে অবগত হয় এবং আমি যাহা ও যে প্রকার, তত্ত্বজ্ঞানে সমুদয় অবগত হইয়া অবশেষে আমাতেই প্রবেশ করে অর্থাৎ আমারই স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয় ; সতত সকল কর্ম্ম করিলেও আমাকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, সে মৎপ্রসাদে শাশ্বত, অব্যয় পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬।

তুমি অন্তরে অন্তরে সমুদয় কর্ম্ম আমাতেই সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সতত আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ কর ; যে ব্যক্তি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করে, সে আমার প্রসাদে সর্ব্ব দুর্গতি হইতেই উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু এখনও যদি অহঙ্কার বশে আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে ; যদি অহঙ্কার বশে মনে করিয়া থাক, যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে সেই সঙ্কল্প মিথ্যা—কোন কার্য্যেরই নহে। রজোগুণময়ী প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে ; হে কৌন্তেয় ! তোমার স্বাভাবিক কর্ম্ম শৌর্য্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া অবশ্যই তোমায় যুদ্ধ করাইবে, এক্ষণে কেবল মোহবশে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ না। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের অন্তরেই অবস্থান করিতেছেন এবং সূত্রধর যেরূপ দারুযন্ত্রে আরূঢ় কৃত্রিম ভূত সকলকে ইহলোকে লোকসমক্ষে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, ঈশ্বরও সেইরূপ দেহযন্ত্রে অবস্থান করিয়া মায়াচক্রে সকলকে ঘুরাইতেছেন। হে ভারত ! সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই শরণাগত হও ; তৎপ্রসাদে নিত্যস্থান এবং পরমাশান্তি প্রাপ্ত হইবে ; এই আমি তোমাকে গুহ্য হইতেও গুহ্য জ্ঞান উপদেশ দিলাম, এক্ষণে

সম্যক্ বিবেচনা করিয়া যাহা করিতে ইচ্ছা হয় কর ; তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়, এই জন্য পুনর্ব্বার সর্ব্বগুহ্যতম পরম উপদেশ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসক হও, আমায় নমস্কার কর, আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, কেননা তুমি আমার প্রিয় ; সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও ; আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, শোক করিও না। এই যাহা তোমায় বলিলাম—ধর্ম্মানুষ্ঠানহীন, অভক্ত এবং পরিচর্য্যাবিহীন অথবা যে ব্যক্তি মনুষ্য বোধে আমার নিন্দা করে, আমার দোষানুসন্ধান করে এমন ব্যক্তিদিগকে কদাচ বলিও না ; যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য তত্ত্ব বলিবেন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

মনুষ্য মধ্যে কেহই তদপেক্ষা প্রিয়কারী এবং প্রিয়তম নাই এবং হইবেও না ; যে ব্যক্তি আমাদিগের এই কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথোপকথন জপরূপে পাঠ করিবেন, তাঁহারা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমাকেই ইষ্ট করিয়া লইবেন অর্থাৎ যদিও কেহ গীতার অর্থ বোধ না করিয়া কেবল জপই করে, একমনে পাঠই করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করি যাহাতে সে আমায় পাইতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে সে নিকটে আসে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বস্থানেই আছি বলিয়া যে যেমন করিয়া যেখানে হউক না আমায় ডাকিলে আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হই ; অসূয়াবিহীন হইয়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহ-

কারে ইহা শ্রবণও করে, সে ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মী-দিগের শুভলোক প্রাপ্ত হয় ; হে পার্থ ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে ? হে ধনঞ্জয় ! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ প্রনষ্ট হইল ত ? । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত ! আপনার প্রসাদে আমার মোহ অপনীত হইয়াছে অর্থাৎ স্মৃতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার সন্দেহ দূর হইল ; আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করিব ; সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! আমি এই অদ্ভুত, লোমহর্ষণকর শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমি ব্যাসদেবপ্রসাদে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই পরম গুহ্যতম যোগ শ্রবণ করিয়াছি ; হে মহারাজ ! এই পুণ্য, পরম পবিত্র, অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ বারম্বার স্মরণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ বড়ই আনন্দিত হইতেছি ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ ।

হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অত্যাদ্ভুত রূপ বারম্বার স্মরণ করিয়া আমার মহাবিস্ময় হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ বিপুলানন্দ উপভোগ করিতেছি ; যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যে পক্ষে মহাধনুর্দ্ধর পার্থ, আমি বিবেচনা করি সেই পক্ষেই রাজলক্ষ্মী, সেই পক্ষেই বিজয় লাভ, সেই পক্ষেই নিশ্চয়ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সেই পক্ষেই নীতি । ৭৭ । ৭৮ ।

সম্পূর্ণ ।

